আগমনকাল

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৩ ◆ ১ - ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

- আগমনকাল: নবায়নের আহ্বান
- আগমনকাল: প্রস্তুতির কাল-বৈষয়িক, ঔপাসনিক, আধ্যাত্মিক
- হবে তাঁর আগমন মহাসমারোহে এ জগতে

নভেনা, মানবপুত্রের দিকে যাত্রা

অষ্টাহ, না কি নভেনা!

চড়াখোলা স্বর্গোন্নীতা রাণী মারীয়ার গীর্জা উদ্বোধন

প্রিয় সুধী,

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লী তুমিলিয়া থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামে "স্বর্গোন্নীতা রাণী মারীয়ার" নামে একটি নতুন গীর্জা নির্মিত হচ্ছে। এই গীর্জাটি আগামী ৩ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে উদ্বোধন করা হবে। এতে প্রধান পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।

অনুষ্ঠান সূচী

উদ্বোধন, খ্রীষ্টযাগ ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান	:	সকাল ৯ঃ৩০মিনিট
অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান	:	সকাল ১১ঃ৩০মিনিট
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	:	বিকাল ০৪ঃ০০ মিনিট

ধন্যবাদ, আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণ ও প্রার্থনা একান্তভাবে কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ
পালপুরোহিত
সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, তুমিলিয়া। ০১৮৫১২৫৫৪০২

(বি.দ্র. নতুন গীর্জার জন্য অনুদান প্রদান করতে চাইলে পাল পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে)

বিজ্ঞ/১৯৫/২৪

নবাই বটতলা রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব

রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার নবাই বটতলা ধর্মপল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হবে। এই তীর্থোৎসবে বিশপ মহোদয়ের নামে ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থ কমিটির পক্ষ হতে আপনাকে/আপনাদের অংশগ্রহণের ও মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করবেন:
ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন- ০১৭৪৬১৬৩২০৭
ফাদার লিংকন কস্তা- ০১৯৩১৪০৪৩০১
মি: তিতুলিয়াস মূর্মূ- ০১৭৬৫৭০০১৯৬

খ্রিস্টেতে,
পালক পুরোহিত ও ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি
রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার ধর্মপল্লী, নবাই বটতলা
দামকুড়াহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ৫০০ টাকা
পর্বের খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০ টাকা

-: নয় দিনের নভেনা :-

৭-১৫ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রি: (সকাল: ১০:০০ টা ও বিকাল: ৪:০০ টা)
তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ: ১৬ জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি: (সকাল: ৯:৩০ মিনিট)

বিজ্ঞ/১৯৬/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৪৩
০১ ডিসেম্বর - ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৬ অগ্রহায়ণ - ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নবায়িত হবার প্রত্যাশায় পালিত হোক আগমনকাল

মাণ্ডলিক উপাসনা বা পূজন বর্ষের শুরু হয় আগমনকাল দিয়ে। আগমনকাল আমাদের সুযোগ দান করে যিশুর প্রথম আগমন, পুনঃআগমন ও প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর আগমনের ঘটনাবলী নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা কর। যিশু যেমনিভাবে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন তেমনি মন পরিবর্তন ও ঐশবাণী ধ্যান করার আহ্বানে শুরু হয় আগমনকাল।

প্রভু যিশু আসতে চান আমাদের মাঝে। তবে কখন আসবেন তা আমরা কেউ জানি না। তাই আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ ও বরণ করতে। বাস্তবিকপক্ষে যিশুর আগমন আমাদের জীবনে সব সময়ই ঘটছে। তাই আমরা যদি তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত না থাকি, তাহলে আমরা অন্ধকারেই পড়ে থাকব। যিশুর আগমনে যেমন আমরা বাড়িঘর সাজাই, উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তেমনিভাবে অন্তর-আত্মাকেও সাজাতে হবে পবিত্রতা দিয়ে। তাই বাহ্যিক আড়ম্বরতাকে যতটা গুরুত্ব দেই তার চেয়ে আরও অধিক গুরুত্ব দিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করি। তবেই শান্তিরাজ যিশুকে আনন্দচিত্তে বরণ করে নিতে পারব। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে যিশুর জন্মের আনন্দ আমরা আমাদের অন্তরে লাভ করতে পারি। পরিকল্পনা করে প্রতিদিন একটি একটি করে ভালো কাজ করতে পারি, ত্যাগস্বীকার বা রিপু দমন করে জ্যোতির্ময় যিশুকে সাদরে বরণ করতে পারি।

যিশুর আগমনকে স্বার্থক করতে হলে বিশ্বাসী আমাদের সকলকে পরিবর্তিত মানুষ হতে হয়। যিশুর জন্মের বা আগমনের পূর্বে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে দীক্ষাগুরু যোহন বলেন, 'তোমরা মন ফেরাও, স্বর্গরাজ্য খুব কাছেই।' তাই আগমনকালে বিশ্বাসে তীর্থযাত্রায় নবায়নের সময়। এই নবায়নের সাথে যুক্ত ক্ষমা; একে অন্যের কাছে ক্ষমা চাওয়া ও নেওয়া। এই দেয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, সম্প্রীতি এবং গড়ে ওঠে বিশ্বাসের মিলন-সমাজ। আমাদের সার্বিক প্রস্তুতির জন্য মঙ্গলবাণীই অবলম্বন। এই বাণীধ্যান করেই আমরা জীবনকে নবায়িত করতে পারি এবং জীবন স্বামী খ্রিস্টপ্রভুকে জীবনে ধারণ করতে পারি।

আগমনকাল হল আত্মশুদ্ধি ও জীবন পরিবর্তনের বিশেষ সময়। মাতা মণ্ডলী আমাদের সামনে ৪টি সপ্তাহ রেখেছেন যেন আমরা নিজেদের অন্তরাত্মাকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি। এ সময় আমরা ভক্তি, বিশ্বাস ও আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকি মুক্তিদাতা যিশুকে বরণ করে নেবার জন্য। এ সময় চারটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। প্রদীপগুলি অতন্দ্র প্রহরী, মন পরিবর্তন, আনন্দ ও দৃঢ় প্রত্যাশা প্রকাশ করে। তাই যিশুর আগমনে আমরা যেন প্রস্তুতি নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় জেগে থাকি, মন পরিবর্তন করি যেন আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারি, মনের প্রত্যাশাকে পরিপূর্ণ করতে পারি।

প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার প্রত্যাশা নিয়েই একজন শিক্ষার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করার জন্য। সুদীর্ঘ কাল ধরেই সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল এন্ড কলেজ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে চলেছে তার সুশিক্ষা, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা চর্চা করার মধ্যদিয়ে। বর্তমানের অস্থির সময়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নেপথ্যে থেকে হয়তো স্কুলের বাহ্যিক ক্ষতি সাধন করে পরিবেশ অস্থির করার চেষ্টা করছে। তবে ঐতিহ্যে বলীয়ান ও নৈতিকতায় স্থিত সেন্ট গ্রেগরী স্কুল ধৈর্য ধারণসহ মন্দ ও দুষ্টকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন মানুষ হবার সুযোগ ও শিক্ষা দিবে তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। এখানেই মিশনারী স্কুলগুলোর মাহাত্ম্য। প্রতিহিংসা বা গরিমা নয় মানুষের কল্যাণ সাধনই তাদের লক্ষ্য।

মহান মিশনারী কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার সাহসী উচ্চারণ - আজকের দিনে এইচ. আই.ভি ও এইডসে আক্রান্তরা সবচেয়ে বেশি অসহায়; তাদের জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। অনুরূপভাবে পোপ ফ্রান্সিস বলেন - এইচ.আই.ভি ও এইডসে আক্রান্তদের প্রতি আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে নতুনভাবে সেবাকাজ করতে হবে যেন আক্রান্তরা জীবনে প্রাণ পায়। তাই ১ ডিসেম্বর পালিত বিশ্ব এইডস দিবসের ২০২৪ এর মূলসুর - 'অধিকার নিশ্চিত হলে, এইচ. আই.ভি/ এইডস যাবে চলে' অনুসারে আমরা যেন তাদের সাথে পথ চলি, তাদের কথা শুনি, তাদের অধিকার দেই ও মানবাধিকার নিশ্চিত করি। মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেরা নতুন মানুষ হই ও আক্রান্তদের সুস্থ হবার সুযোগ দান করি। †

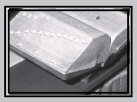

কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক, যেন তোমাদের হৃদয় ভোগবিলাসিতায় ও মাতলামিতে এবং জীবনের চিন্তা-ভাবনায় স্থূল হয়ে না পড়ে; আবার যেন সেই দিনটা হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে না এসে পড়ে। *(লুক ২১: ২৫-২৮,৩৪-৩৬)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

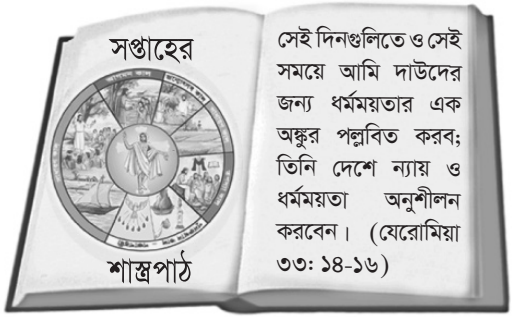

সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে আমি দাউদের জন্য ধর্মময়তার এক অঙ্কুর পল্লবিত করব; তিনি দেশে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন। (যেরোমিয়া ৩৩: ১৪-১৬)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
০১ ডিসেম্বর - ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০১ ডিসেম্বর, রবিবার
জেরে ৩৩: ১৪-১৬, সাম ২৪: ৪খগ-৫কখ, ৮-১০, ১৪, ১ থেসা ৩: ১২--৪: ২, লুক ২১: ২৫-২৮, ৩৪-৩৬

০২ ডিসেম্বর, সোমবার
ইসা ২: ১-৫, সাম ১২২: ১-২, ৩-৪ক, (৪খ-৫, ৬-৭) ৮-৯, মথি ৮: ৫-১১

০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, যাজক *স্মরণদিবসের খ্রীষ্টযাগ*
ইসা ১১: ১-১০, সাম ৭১: ১-২, ৭-৮, ১২-১৩, ১৭, লুক ১০:২১-২৪

০৪ ডিসেম্বর, বুধবার
সাধু যোহন দামাসিন, যাজক এবং পরিসেবক দিনের অথবা স্মরণদিবসের খ্রীষ্টযাগ
ইসা ২৫: ৬-১০ক, সাম ২৩: ১-৬, মথি ১৫: ২৯-৩৭

০৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
ইসা ২৬: ১-৬, সাম ১১৮: ১, ৮-৯, ১৯-২১, ২৫ ২৭ক, মথি ৭: ২১, ২৪-২৭

০৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার
সাধু নিকোলাস, বিশপ, দিনের অথবা স্মরণদিবসের খ্রীষ্টযাগ, ইসা ২৯: ১৭-২৪, সাম ২৬: ১, ৪, ১৩-১৪, মথি ৯: ২৭-৩১

০৭ নভেম্বর,
সাধু আমব্রোজ, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
ইসা ৩০: ১৯-২১, ২৩-২৬, সাম ১৪৬: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, মথি ৯: ৩৫ -- ১০: ৫ক, ৬-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০১ ডিসেম্বর, রবিবার
+ ২০০৮ সি. জসিন্তা দেশাই, সিআইসি (দিনাজপুর)

০২ ডিসেম্বর, সোমবার
+ ২০১৩ সি. মেরী সিসিলিয়া, পিসিপিএ

০৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৮ সি. জেনেভি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৩ সি. মেরী আলো, এসএমআরএ (ঢাকা)

০৪ ডিসেম্বর, বুধবার
+ ২০১৮ সি. মেরী তারা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২৩ ফা. লিভিও রিনাল্‌দো স্লাভেত্তী, এসএক্স (খুলনা)

০৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৩ ফা. স্ট্যাগমায়ার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. পিয়া ফার্ন্দাদেজ, এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ আন্তোনিয়া প্রভাতী ডি'রোজারিও, ওসিভি (ঢাকা)

০৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৬৭ ফা. আমাতোরে দান্নিনো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৪ সি. মেরী মনিকা, পিসিপিএ
+ ২০০৫ ফা. পাওলো পজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)

০৭ নভেম্বর, শনিবার
+ ২০১০ ফা. সুবাস কস্তা (রাজশাহী)
+ ২০২২ ফা. লিও সুক্লেশ দেশাই (দিনাজপুর)

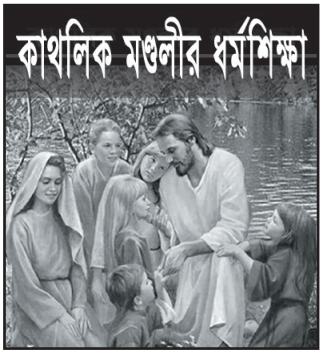

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৮৬৯ এভাবে পাপ মানুষকে একে অপরের সহচর করে তোলে এবং পাপের রাজত্বে পাপপ্রবণতা, সহিংসতা ও অন্যায্যতা সৃষ্টি করে। পাপসমূহ ঐশ্বরিক মঙ্গলতাময়তা-বিরোধী বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ব্যক্তিগত পাপসমূহের ফল ও প্রকাশভঙ্গীকে "কাঠামোগত পাপ" বলা হয়। কাঠামোগত পাপ ব্যক্তিদের পাপের পথে নিয়ে যায়। অনুরূপ অর্থে, সেই পাপগুলো হয়ে উঠে "সামাজিক পাপ।"

সারসংক্ষেপ

১৮৭০ "ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।"(রোমীয় ১১:৩২)।

১৮৭১ পাপ হল শাশ্বত বিধানের বিপক্ষে উচ্চারিত বাক্য, ক্রিয়া অথবা বাসনা। (সাধু আগষ্টিন, Faust22: PL 42,428)। এটি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। এটি অবাধ্যতার দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া যা খ্রীষ্টের বাধ্যতারই বিপরীত।

১৮৭২ পাপ হল বুদ্ধিশক্তির বিপরীতার্থক কাজ। পাপ মানব-প্রকৃতিকে বিক্ষত করে ও মানব-সংহতিকে ব্যাহত করে।

১৮৭৩ সকল পাপের মূল শিকড় মানুষের অন্তরেই রোপিত। পাপের প্রকারভেদ ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয় প্রধানতঃ তাদের লক্ষ্য দ্বারা।

১৮৭৪ ঐশবিধান ও মানুষের পরমলক্ষ্যের বিপরীত কোন ক্রিয়ার লক্ষ্য, স্বজ্ঞানে ও স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে মারাত্মক পাপ করা। মারাত্মক পাপ আমাদের ভালবাসাকে ধ্বংস করে, যে-ভালবাসা ব্যতীত শাশ্বতসুখ লাভ করা সম্ভব নয়। অনুতাপ করা না হলে তা অনন্ত মৃত্যু ডেকে আনে।

১৮৭৫ লঘু পাপ হচ্ছে নৈতিক একটি অ-ব্যবস্থা, কিন্তু ভালবাসার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করা যায়, এবং তাতে ভালবাসার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

১৮৭৬ বারংবার পাপ করতে– এমন কি লঘুপাপও বার বার করলে- নানা রিপুর জন্ম দেয়, যেখানে মুখ্য পাপগুলোও থাকতে পারে।

১৮৭৭ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশ করা ও পিতার একমাত্র পুত্রের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া মানবজাতির এক বিশেষ আহ্বান। এই আহ্বানের প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগতভাবে, কারণ আমরা প্রত্যেকেই ঐশ্বরিক সুখময় জীবনে প্রবেশ করার আহ্বান পেয়েছি। এটা আবার সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতিরও আহ্বান।

ধারা-১

ব্যক্তি ও সমাজ

॥ ক ॥ মানবীয় আহ্বানের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

১৮৭৮ সব মানুষের আহ্বানে লক্ষ্য একই: স্বয়ং ঈশ্বর। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যকার একতার সম্পর্ক ও অন্যদিকে মানুষে মানুষে সত্য ও ভালবাসা যে ভ্রাতৃসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা- এ দু'য়ের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। প্রতিবেশী- প্রেম ও ঈশ্বর- প্রেম অবিচ্ছেদ্য।

১৮৭৯ মানবব্যক্তিকে বাস করতে হয় সমাজে। সমাজ তার জন্য আনুষঙ্গিক কোন যোগ নয়, বরং তা তার মানবস্বভাবের জন্য প্রয়োজনীয় একটি দিক। অন্যদের সঙ্গে বিনিময়, পারস্পরিক সেবা দেওয়া-নেওয়া ও ভাই-বোন মানুষের সঙ্গে সংলাপ, এসবের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করে। আর এভাবেই সে তার আহ্বানে সাড়া দেয়।

ফাদার রিপন আন্তনী ডি' রোজারিও

আগমনকালের ১ম রবিবার

১ম পাঠ: যেরেমিয়া: ৩৩:১৪-১৬

২য় পাঠ: থেসালনিকীয়: ৩:১২-৪: ২

মঙ্গলসমাচার: লুক ২১: ২৫-২৮, ৩৪-৩৬

আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে টাকা-পয়সা রাখি এবং একটা সময় পর সেই অর্থের সাথে যুক্ত হওয়া আরো যে টাকা পাই, সেগুলো আবারো এক সাথে করে একই প্রক্রিয়ায় তা পুনরায় স্থায়ী আমানত হিসেবে সেই প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাংকে জমা রাখি এবং সময়সীমা পার হওয়ার পর মোটা অঙ্কের টাকা আমাদের হাতে আসে। কিন্তু এই যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা থাকি, অর্থাৎ সেই সময়গুলোর মধ্যে থাকি আমাদের সমস্ত ধৈর্য, সচেতনতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ নিয়ে। কারণ আমরা সেই টাকাগুলো আমানত হিসেবে এই জন্য রাখি যাতে করে আমরা সেই সময়ের পরই যেন একটা বড় অঙ্কের টাকা পেতে পারি।

এই যে চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ, নিজের করে পাবার জন্য যে সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাই, তার প্রতিটি মুহূর্তের কথা যদি আমরা একটু চিন্তা করি, আমরা কত উৎকণ্ঠা, আশা, অপেক্ষার মধ্য দিয়ে যাই। আর এই আশা, উৎকণ্ঠা, অপেক্ষার অবসান তখনই হয় যখন সেই বিরাট অঙ্কের টাকা হাতে পাই।

আগমন কাল আমাদের কাছে সেই সময়ের শেষে বা সময়সীমার পর পাওয়া বিরাট অঙ্কের টাকার মতো। পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, ঐশপ্রেমী প্রভু যিশু প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে আসতে চান। প্রভু যিশুর পক্ষ থেকেও থাকে অপেক্ষা, আহ্বান, আশা যেন আমরা তাঁকে আমাদের করে নিতে পারি। আর এই নেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে থাকতে হবে- সচেতনতায় উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সর্বোপরি সেই ভালোবাসাকে নিজের করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

১ম পাঠ (প্রবক্তা যেরেমিয়া ৩৩: ১৪-১৬) এবং মঙ্গলসমাচার (লুক ২১: ২৫-২৮; ৩৪-৩৬) আমাদের কাছে সেই সময়ের কথা বলছে। যে সময় আমাদের সেই ভালবাসার সাথে মিলিত করবে, আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে- যে প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর আমাদের কাছে করেছেন এই সময়ই আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, সেই সময়সীমার শেষে কি হবে, কখন হবে, কিভাবে হবে, কি ফল পাবো, এই প্রশ্নগুলো সামনে রেখে উৎসাহ, ধৈর্যপূর্ণ চেষ্টা নিয়ে, সচেতনতার সাথে সময়ের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হবে। প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে সেই সময়ের, সময়ের পরে পাওয়া আনন্দ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন যে, "তোমরা সজাগ হয়ে থাকো কারণ চোর যে কখন আসবে সে কথা কিন্তু কেউই জানে না।" শুধুমাত্র প্রয়োজন আমাদের সচেতনতা, ধৈর্যশীল মনোভাব নিয়ে অপেক্ষায় থাকা, একে অন্যকে সাহায্য করার মনোভাব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকি যে, তাঁর সেই ভালবাসা দ্বারা গঠিত প্রভু যিশুকে পাওয়ার আনন্দকেই আমরা আমাদের নিজের করে নিতে পারি না।

তাই আমাদের প্রয়োজন আমাদের নিজেদের আত্ম-বিশ্বাস, পরিশ্রমী মনোভাব নিয়ে, ধৈর্যকে কাজে লাগিয়ে, উৎসাহ-অনুপ্রেরণার সাথে সেই সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে যেন প্রকৃত ভালবাসার সাথে সংযুক্ত হতে পারি। যিশু আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করতে হয়, আমি কি যিশুকে আসতে দিতে চাই। আমি কি তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি? যদি না থাকি, তাহলে এই আগমনকাল উত্তম সময় নিজেদেরকে প্রস্তুতকরণে যিশুকে গ্রহণের।

ইতালির তীর্থ ভ্রমণ ভিসা প্রসেসিং

২২ বছরের অভিজ্ঞতা ও সফলতায় শীর্ষে

বিদেশে উচ্চশিক্ষা: USA/Canada/Australia/New Zealand/UK/ Japan/ South Korea/ Europe Schengen Countries

JAPAN: Job Visa:
1. International Service Category
2. Specified Skilled Worker (Agriculture, Nursing, Caregiver and Construction)
3. Technical Intern Visa
4. Business Manager Visa

Visit Visa: USA: No Visa, No Pay

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801

আগ্রহী ব্যাক্তিগণ আজই যোগাযোগ করুন।

হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পূবপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞা/১৬৮/২৪

আগমনকাল : নবায়নের আহ্বান

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনার কালচক্রে বা পুঞ্জিকাতে আগমনকাল গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। সাধারণকালের শেষ রবিবার খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব দিয়ে উপাসনাবর্ষের সমাপ্তি হয় এবং আগমনকালের প্রথম রবিবারের মধ্য দিয়ে নতুন একটি উপাসনা বর্ষের সূচনা হয়। তাই বলা যায়, খ্রিস্টীয় উপাসনার পুঞ্জিকা অনুসারে খ্রিস্টীয় উপাসনার নববর্ষ হচ্ছে আগমনকালীন প্রথম রবিবার। এই জন্যই দেখা যায় ভাতিকানসহ বিশ্ব মণ্ডলীতে এই রবিবারকে বরণের জন্য আগের দিন সন্ধ্যায় উপাসনালয় বা গির্জা সুন্দরভাবে সাজানো হয় এবং বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আগমনকাল গুরুত্ব শুধুমাত্র খ্রিস্টীয় উপাসনার কালচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এটি আসলে একটি প্রস্তুতিকাল। ঈশ্বরপুত্র যে এই পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর জন্মকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টমণ্ডলীতে যে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা হয় তারই প্রস্তুতির সময় হচ্ছে এই আগমনকাল। কেননা, খ্রিস্টবিশ্বাসীর নিকট বাক্যের দেহধারণ বা বড়দিন হচ্ছে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর খ্রিস্টমণ্ডলী তথা বিশ্ববাসী এটা বেশ ঘটা করে স্মরণ ও পালন করে থাকে। এর বিস্তৃতি শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিবেশে আবদ্ধ নয়, বরং তা বিশ্বের অর্থনীতি, সামাজিক ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করছে। যে যা-ই করুক না কেন, কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলী আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চেতনায় অটুট থেকে খ্রিস্টের দেহধারণ অর্থাৎ বড়দিন উৎসবকে উদ্‌যাপনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার একটি অন্যতম বাহ্যিক দিক হচ্ছে বড়দিনের পূর্বে চার সপ্তাহ প্রস্তুতিকাল বা আগমনকাল। খ্রিস্টমণ্ডলী এই সময়ে বড়দিনের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। খ্রিস্টভক্ত হিসাবে প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে খ্রিস্টমণ্ডলীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা ক'রে আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে খ্রিস্টের জন্মোৎসবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এর কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

১) আগেই বলা হয়েছে, আগমনকালের তাৎক্ষণিক আহ্বান হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তিনি ঈশ্বর, তথাপি তিনি নিজেকে নমিত করলেন এবং আমাদেরই মতো একজন হলেন এবং জগতের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন *(দ্র. ফিলি. ২:৬-৯)*। তাঁর এই মহানুভবতা স্মরণ ক'রে আমরা নিজেদেরকে আত্মিকভাবে নতুনরূপে সাজাই যাতে তিনি আমাদের অন্তরে আসতে পারেন। কেননা তিনি এই জগতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন *(দ্র. মার্ক ১:১৫)*।

২) আগমনকালের দূরবর্তী ফল হচ্ছে যিশুর বিচারকরূপে দ্বিতীয় আগমনের বার্তা ঘোষণা করা। যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টভক্তগণ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তিনি আবার আসবেন। এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত প্রার্থনাও করছে: 'আমেন; এসো, প্রভু যিশু' *(প্রত্যা. ২২:২০)*। আগমনকালীন সময়ে এই আহ্বান জানানো হয় যে, আমরা যেন প্রভু যিশুকে আমাদের অন্তরে আসার আহ্বান জানাই এবং একই সাথে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি এবং নবজীবনের পথে চলি।

৩) বর্তমান এই বস্তুবাদ ও ভোগবাদ যুগে খ্রিস্টবিশ্বাসীকে খ্রিস্টের জন্মোৎসবের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য অন্তরে ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। জাগতিকতা প্রভাবে অনেকের প্রস্তুতি হয়ে থাকে বহিঃমুখী, অন্তরমুখী নয়। বাড়ি-ঘর ও ব্যক্তিগত সাজগোজ, পোশাক-আশাক কেনা, উপহার আদান-প্রদান, এসএমএসের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় প্রভৃতির মধ্যেই বড়দিনের প্রস্তুতি ও উদ্‌যাপনের ব্যস্ততা থাকে। একটি সুন্দর ও অর্থপূর্ণ উৎসবের জন্য বাহ্যিক এই দিকগুলো অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তা কোনভাবে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিকে হেয় বা অবহেলা করে নয়। বরং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আধ্যাত্মিক জীবনকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে ধর্মীয় আবেশে এটাকে পালন করা। এটা করতে পারলেই বড়দিনের প্রকৃত স্বাদ লাভ করা সম্ভব।

৪) প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণীর সাথে একাত্ম হয়ে সুসমাচার লেখক মার্ক ঘোষণা করছে:

"এমন একজনের কণ্ঠস্বর

যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,

প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,

তার রাস্তা সমতল কর" *(মার্ক ১:৩; দ্র. ইসা ৪০:৩)*।

এটি সাধারণ কোন কণ্ঠস্বর নয়, বরং ঈশ্বরপ্রেরিত একজন প্রবক্তার কণ্ঠস্বর। অন্যকথায় স্বয়ং ঈশ্বরই সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন তারা যেন তাঁর পুত্রের আসার পথ প্রস্তুত করে। এটা অবশ্যই মন-পরিবর্তনের একটি আহ্বান। মানুষ হিসাবে সবাই দুর্বল, বিভিন্ন মন্দতায় আবদ্ধ, অন্তরে প্রভুর আগমনের পথ অমসৃণ। ব্যক্তি পর্যায়ে সুসম্পর্কের অভাব, পরিবারে বিশৃংখলতা, মন্দ চিন্তা ও অন্যের অকল্যাণ করার চেষ্টা, লোভ-লালসা, ঈর্ষা, হিংসা, অবিশ্বস্থতা প্রভৃতি অসম দিকগুলোকে মেরামত ও যথাযথ করার বার্তা এখানে দেয়া হচ্ছে।

৫) দীক্ষাগুরু যোহন দেহধারণকৃত বাণীকে বরণ ও গ্রহণের একজন নিদর্শন বা চিহ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তার বাণীর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র অন্যকেই প্রস্তুত করেন নি বরং একজনকে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তার পথও তিনি দেখিয়ে গেছেন। মুক্তিদাতাকে সাদরে গ্রহণের উদাত্ত আহ্বানের সাথে সাথে তিনি নিজেও তাঁকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেন। তিনি মরুপ্রান্তরে অতি সাধারণ ও কৃচ্ছতার জীবন যাপন করতেন: "এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও বনের মধু খেতেন" (মার্ক ১:৬)। তার সাদামাটা ও ত্যাগস্বীকারের ব্যক্তিজীবন প্রতিটি খ্রিস্টভক্তদের সামনে একটি আদর্শ। খ্রিস্টপ্রভুর জন্মোৎসব পালনের প্রস্তুতিতে খ্রিস্টভক্তগণ দীক্ষাগুরু যোহনকে সামনে রাখতে পারেন।

৬) যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উদ্‌যাপন প্রস্তুতির অন্যতম দিক হচ্ছে পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করা: "তখন জেরুশালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপস্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর হাতে দীক্ষাস্নাত হতে লাগল" *(মথি ৩:৫-৬)*। লোকেরা যোহনের কথা শুনে এভাবে নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মুক্তিদাতাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খ্রিস্টভক্ত হিসাবে সবার দায়িত্ব হচ্ছে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেকে শুচিশুভ্র করে তোলা। বর্তমানে একটি রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে অনেকে পাপবোধ হারিয়ে ফেলছে, 'আমি তো কোন পাপ করিনি তাহলে কেন পাপস্বীকার করব'। যার ফলে যিশুখ্রিস্ট কর্তৃক স্থাপিত এই সংস্কারটির ব্যাপারে অনেকের অনীহা তৈরি হচ্ছে। আগমনকালের প্রস্তুতিতে খ্রিস্টভক্তগণ এ ব্যাপারে আরো সচেতন ও আগ্রহী হয়ে ওঠা উচিৎ। কেননা এটি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভের অন্যতম একটি হাতিয়ার।

৭) বড়দিনের প্রস্তুতির আরেকটি বড় দিক হচ্ছে সহভাগিতা। একা একা আনন্দ করা নয় বা স্বার্থপরের মতো শুধুমাত্র নিজের আত্মতুষ্টির জন্য বাহ্যিক প্রস্তুতি নয় বরং আমার যা আছে তা দীন-দরিদ্র, অভাবী, অসহায় ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সাথে ভাগ ক'রে নিতে পারি। তখন যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসবের প্রস্তুতি ও উদ্‌যাপন আরো বেশী অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে। "যার দুটো জামা আছে, সে, যার নেই, তার সঙ্গে সহভাগিতা করুক; আর যার খাবার আছে সেও তেমনি করুক" *(লুক ৩:১১)*। দীক্ষাগুরু যোহনের এই শিক্ষা বর্তমান বাস্তবতায় আরো বেশী সক্রিয় ভূমিকা রাখার দাবী রাখে।

৮) যেকোন উৎসবকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রেই অপচয়ের হিড়িক পড়ে যায়। প্রয়োজন না থাকলেও পোশাক-আশাক, গয়নাগাটি, খাবার ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কে কত খরচ করতে পারে বা

বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

আগমনকাল : প্রস্তুতির কাল - বৈষয়িক, ঔপাসনিক, আধ্যাত্মিক

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

আমরা সবাই জানি কার জন্য প্রস্তুতি, কোন রহস্যাবৃত নিগূঢ় ঘটনাকে নিয়ে প্রস্তুতি। যিশুর মহা জন্মতিথি উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুতি। পবিত্র আগমনকাল শুরু হচ্ছে এ বছর ১ ডিসেম্বর, উপাসনার নতুন বছরের প্রথম দিন, আগমনকালের প্রথম রবিবার। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রস্তুতি।

বাহ্যিক প্রস্তুতি: শুরু হয়ে গেছে মিটিং করা, পরিকল্পনা করা, যত উত্তমরূপে পারা যায় ঘর সাজানো, গীর্জঘর সাজানো, নিজেকে সাজানো, বড়দিনের পিঠাপুলি তো আছেই; তাছাড়া বড়দিনের কীর্তন; এবং আরো অনেককিছু। এগুলো একদম দৃশ্যনীয়। এরপর পকেটে তো অর্থ তথা টাকাকড়ি থ াকতেই হবে: গ্রামেগঞ্জে দল বেঁধে ধান কাটার চুক্তি; এবং আরো অনেক ধরণের মফ:সল মানুষগুলোর সহজসরল প্রস্তুতি। তাদের কষ্টার্জিত মজুরী। তা দিয়ে পরিবারের সবার নতুন পোশাক; বড়দিনের বিশেষ আহার ইত্যাদি।

শহরে-নগরে, চাকুরীজীবিরা তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি। বড়দিনে তাদের উৎসব হতে হবে সেই রকম। তাই অর্থের যোগান অবশ্যক।

বৌ-শাশুরী-ননদেরা ঢেকিতে আতপ চাউল কুটতে শুরু করে দিয়েছে। ঘরদুয়ার লেপন করতে শুরু করে দিয়েছে; শিশুরা রঙ্গিন কাগজ হাতে নিতে শুরু করে দিয়েছে। বড়দিনের কার্ড পাঠানো আরো একটি অনুপম, যা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং আরো হাজারো আদিবাসীদের মধ্যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে, শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জে সর্বত্র।

ঔপাসনিক: আগমন-চক্র

একটি অতীব সুন্দর "মনমাতানো" ঔপাসনিক প্রতিকী-আগমনী বস্তু হল আগমন-চক্র। কেননা চক্রটি বলে দেয়, আহ্বান করে; পথ প্রস্তুত কর, তিনি আসছেন।

আগমন-চক্রের প্রস্তুতি ও তাৎপর্য :

প্রস্তুতি: (১) প্রথমে তলতা বাঁশ দিয়ে গোল একটা চাকতি করা হয়, (২) মাঝখানে ক্রুশের মতো দু'টি বাঁশ বাঁধা হয়। (৩) তার ওপর সবুজ ঝাউপাতা বা ওই ধরণের কোন পাতা ঘন ক'রে জড়িয়ে দিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। (৪) তার উপর চারটি জায়গায় চারটি বড় মোমবাতি বসানো হয়। স্থায়িত্বের জন্য বাঁশের পরিবর্তে লোহা দিয়েও তৈরি করা যায়।

তাৎপর্য :

(১) চক্র: নেই কোন শুরু, নেই কোন শেষ। এটি অনন্তকাল, অনন্তকালের চাকা ঘুরছেই; নেই আরম্ভ, নেই শেষ।

(২) চিরসবুজ পাতা: জীবন, সমৃদ্ধি। এই অর্থটি সহজেই ধারণ করা যায়।

(৩) ৪টি নিভানো বাতি হলো সেইসব যুগের প্রতীক, যে যুগে মানুষ মুক্তিদাতার আগমনের অপেক্ষায় পড়েছিল অন্ধকারে, রয়েছিল মৃত্যুর ছায়ায়। সে যুগের মানুষগুলোর মতো আমরাও থাকি তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায়।

প্রথম রবিবারে, প্রথম বাতিটি (সম্ভব হলে সবুজ রং) জ্বালানো হয়। এই প্রজ্জ্বলিত বাতি প্রকাশ করে অতন্ত্র প্রতীক্ষা; অর্থাৎ গভীর প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষা করার জন্য; এখানে মুক্তিদাতার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা। প্রভু যিশু যেমন বলেছেন, "প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকো তোমরা সেই লোকদের মতোই হয়ে থেকো, যারা বিয়ে-বাড়ী থেকে মনিবের ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।" (লুক ১২:৩৫) বাতিটির রং হতে পারে ***সবুজ*** যা প্রকাশ করে অপেক্ষা করা।

দ্বিতীয় রবিবারে, দ্বিতীয় বাতিটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এটি প্রকাশ করে মন পরিবর্তন। দীক্ষাগুরু যোহনের উচ্চ কণ্ঠ "তোমরা মন ফেরাও। প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ।" (মথি ৩ঃ২)। এই বাতিটির রং হতে পারে বেগুনী। ***বেগুনী*** রং মন-পরিবর্তন, অনুতাপ, ক্ষমা প্রকাশ করে।

তৃতীয় রবিবারে, তৃতীয় বাতিটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যা প্রকাশ করে আনন্দ। আমরা ধীরে ধীরে বড়দিনের কাছে চলে আসছি। তাই আনন্দ করতে বলা হচ্ছে। প্রেরিতদূত পল বলেন, "তোমরা সবাই প্রভুর সান্নিধ্যে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি আনন্দেই থাক। প্রভুর আসতে তো আর দেরী নেই!" (ফিলিপ্পীয় ৪:৪-৫)। বাতিটির রং হতে পারে ***সাদা***। সাদা আনন্দের অর্থ বুঝায়।

চতুর্থ রবিবারে, চতুর্থ বাতিটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যা প্রকাশ করে দৃঢ় প্রত্যাশা। আমরা শুনি প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী, "যাও, আমার জাতির কাছে মঙ্গলবার্তার দূত, মুক্তকণ্ঠে শোনাও ওই দেখ, প্রভু ভগবান মহাপরাক্রমে আসছেন। সদ্যই প্রকাশিত হবে ভগবানের মহিমা।" (ইসাইয়া ৪০ঃ৯)। মোমবাতিটির রং হবে ***লাল***, যা দৃঢ়তা প্রকাশ করে; তাঁর জন্য প্রত্যাশা, তবে সুদৃঢ়। যত চ্যালেঞ্জ, দুঃখ-কষ্ট; তথাপি আমাদের প্রত্যাশা দৃঢ় থেকে দৃঢ় হবে। তা-ই লাল।

আগমন-চক্রটি ঝুলিয়েও রাখা যায়, বা গীর্জার কোন উপযুক্ত ও দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা যায়।

বড়দিনের গোশালা তৈরী: আরো একটি বাহ্যিক ও দৃশ্যনীয় প্রস্তুতি। সচেতন থাকতে হবে, এই গোশালা যেন প্রকৃতই একটি গোশালার রূপ ধারণ করে। দুই চালা। চারটি খুটি। চালাটি ছনের চাল হবে। গোশালার ভিতর থাকবে তাজা দুর্বাঘাস। রাখালদের পথ। থাকবে গরু, ছাগল ইত্যাদি, গোয়াল ঘরে যা থাকে। তিন পণ্ডিত দিতে নেই। এই তিন পণ্ডিতের মূর্তি থাকবে আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব দিনে। মা মারীয়া, যোসেফ তো থ াকবেই। তবে যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুযিশু যেন হয়ে উঠে কেন্দ্রিয়। গোশালার ভিতরে থাকবে আলো; যেন আলোয় ভরে উঠে গোশালাটি। তবে ভিতরে নয়, বাইরে ঝিলমিল বাতি। প্রসঙ্গি লিখন থাকতে পারে।

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি:

বড়দিনের নভেনা: "আসবেন প্রভু, আসবেন রাজা, এসো করি পূজা তাঁর।" গাইলেই অন্তরে জেগে উঠে এই পুলক "বড়দিন আসছে"। নভেনা ডিসেম্বর ১৬ তারিখ থেকে শুরু, ২৪ ডিসেম্বর নবম দিনে শেষ। নভেনাটি সাক্রামেন্তের আরাধনার সময়টি হলো কল্যাণময়। তবে গ্রামেগঞ্জে শুধুই নভেনা করা হয়।

পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত: ধর্মপল্লীতে গ্রামেগঞ্জে শহরে-নগরে অবশ্যই বিভিন্ন দলের জন্য পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করবেন ধর্মপল্লীর পালকগণ। তাছাড়া আগমনকালীন রিট্রিট বা নির্জনধ্যান, সেমিনার, খ্রিস্টযাগ অবশ্যক। এই আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হলো গটঝঝ। অঞ্চলভেদে, অনেক ঐতিহ্য নিয়ে আরো অনেক ধরণের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি।

উপসংহার: জীবন-সংস্কার বা জীবন নবায়ন। পাপের পথ, অন্যায়ের পথ, ঝগড়া-বিবাদের পথ, শীতল যুদ্ধের পথ, সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার সাধনা। আর নয় পরচর্চা, মিথ্যা অপবাদ, কৌশলে অন্যকে, প্রতিবেশীকে, এমনকি আপনজনকে অপমান-অপদস্ত করা। এই আগমনকালে আমরা ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক , সামাজিক ও মাণ্ডলিক জীবনে পাপ-অপরাধের উচুঁ-নীচু পথ সরল- সোজা করি শান্তি-সম্প্রীতি, ক্ষমা-প্রেম-প্রীতি,

পারস্পরিক স্বীকৃতি, সরল-সহজ জীবন-যাপন। নয় অহম, তবে বিনম্র ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ। তবেই বলতে পারব আমি/আমরা যিশুর জন্ম-উৎসব পালনের জন্য শুধু বাহ্যিকভাবেই নয়, শুধু ঔপাসনিকভাবেই নয়, আধ্যাত্মিকভাবে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। আর তা শিশু, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক নারী-পুরুষ সবার জন্যই। মণ্ডলীর যাজক-পালকদের জন্যও। তাঁর যেন অন্যদের প্রস্তুত করার সাথে সাথে নিজেদেরও প্রস্তুত করেন।

সবার জন্য কামনা করি এক ফলপ্রসূ আগমনকাল।

আগমনকালের গান, যা সবাই জানে: হবে তাঁর আগমন হবে প্রভুর আগমন ; হে বাণী, স্বর্গীয় ; ঐ দেখো প্রভু আসেন; বাতাস এনেছে বয়ে; তুমি এসো, হে প্রভু তুমি এসো; অন্ধকারে আলো জ্বালাতে; আমরা আছি বিপুল আশায়; এসো এসো, এসো এসো, প্রভু সুপ্ত ধরাতলে; এবং আরো বহু!! শুধু গীতাবলী খুলে দেখুন!!

৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

অনেক বেশী দামে কিছু কিনে অন্যের কাছে তা জাহির করার এক ধরনের হীন মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পরিবারগুলো দিনে দিনে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, খ্রিস্টীয় সমাজের উৎসবাদিতে অপচয়ের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে মদের যোগান ও তা পান করা। এটি বর্তমানে ক্যান্সারের মতো আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢোকে গেছে। আমি মনে করি এটাকে 'না করা' হবে যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসবের প্রস্তুতি ও উদ্‌যাপনের একটি প্রধান ও উৎকৃষ্ট প্রাপ্তি।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের জীবনে আগমনকাল চমৎকার একটি অধ্যায়। চারিদিকে থেকে নতুনের আহ্বান এই সময় ধ্বনিত হয়। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এই সময়টিকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্ব দিয়ে বড়দিনে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের একটি সমষ্টিগত প্রচেষ্টা বিদ্যমান। তাই নিজের ও পারিপার্শ্বিক মন্দ বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে সুন্দরভাবে নিজেকে ঢেলে সাজানোর এটাই হচ্ছে মোক্ষম মুহূর্ত। পুরাতন আমি'কে দূরে ঠেলে দিয়ে, জীবনের জীর্ণ-শীর্ণ-জড়তাকে ধুয়ে মুছে নবপ্রেরণা ও নবচেতনায় জাগ্রত হওয়াই হচ্ছে আগমনকালে আকুল আবেদন ও নিবেদন। এটা কোনভাবে শুধুমাত্র একটি বাহ্যিক বিষয় নয় বরং অন্তরের ও মননের। তাই সকলে আমরা যে যার অবস্থান থেকে এই অনুগ্রহ সময়ের উদাত্ত আহ্বান শুনতে পারি ও নিজ জীবনকে প্রভুর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। কেননা সুন্দর ও যথাযথ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে জীবন নবায়নের ফলেই কেবল যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন আরো অনেক বেশী আশীর্বাদের, প্রকৃত আনন্দের ও শান্তির উৎস হতে পারে ।

হবে তাঁর আগমন মহাসমারোহে এ জগতে

এলড্রিক বিশ্বাস

আগমনকাল আমাদের কি বার্তা দেয়। আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টের আগমনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। ৪ টি সপ্তাহ আগমনকাল পালনের পর প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি পালন করি আনন্দের মাধ্যমে। গোয়ালঘর সাজিয়ে যিশুর জন্ম বার্তাকে স্বাগত জানাই। বাহ্যিকতায় মত্ত হই ধর্মীয় গভীরতাকে পাশ কাটিয়ে আনন্দ ও উৎসবে।

আগমনের তিনটি ভাগ বা ধাপ আমরা পর্যালোচনা করি। আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবা সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বরের কথা অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে পাপ করেছিল পরে এই পৃথিবীতে তাদের পাঠানো হয়েছিল। পৃথিবীতে কষ্টের জীবন পার করেছে। এরপর পিতা ঈশ্বর বার বার বার্তা দিয়েছেন মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য। এটি পিতা ঈশ্বরের প্রথম ইঙ্গিত বা প্রথম ধাপ বলা যায়। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর কাইন-আবেলর, মোশী, ডেভিড, স্যামসন, আব্রাহাম, রাজা দাউদসহ অনেকের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করেছেন যেন মানুষ বিপথগামী না হয়। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে না যায়। মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়েছেন। মানুষ একসময় ঈশ্বরপ্রেমী হয় আবার তাঁকে ভুলে যায়। ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জনদের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে কাছে টানতে চেয়েছিলেন। সবশেষে তাঁর মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁর নিজ পুত্রকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আগমনের দ্বিতীয় ধাপে যিশু খ্রিস্টের জন্ম মনুষ্য সৃষ্টি নয় স্বয়ং ঈশ্বর থেকে পবিত্র আত্মার প্রভাবে। সাধু যোহন প্রভু যিশুর আগমনী বার্তা প্রচার করেন। ইসাইয়া ভাববাণীতে বলা হয়েছে। "প্রান্তরে একজনের রব শোনা যাইতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার পথ সরল কর।" (লুক: ৩: ৪ পদ)

সাধু যোসেফের বিষয়ে আমরা পাই, "এমন সময় স্বর্গদূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যাহা জন্মেছে তা পবিত্র আত্মা হতে হয়েছে আর তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করবেন, তুমি তাঁর নাম রাখবে ত্রাণকর্তা যিশু রাখবে, কারণ তিনি আপন প্রজাদের তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। (মথি: ১: ১৯-২১ পদ)

কুমারী মারীয়ার মাধ্যমে প্রভু যিশুর জন্ম হয়। যিশুর জন্মের বার্তা বিষয়টি পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লেখ আছে যা আমরা বাইবেল পড়ে জানতে পেরেছি। পিতা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে যিশু খ্রিস্টের আগমন এ পৃথিবীতে। তাঁর অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন বিষয়টি পবিত্র বাইবেলের শেষদিকে বর্ণিত আছে। তখন কি কি লক্ষণ দেখা যাবে তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া আছে।

এসব ব্যাখ্যার মূলকথা যথাযথ ধর্মীয় অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনযাপন করা। বাস্তবে মানুষ পিচ্ছিল পথকেই বেঁছে নেয় বেশী। ক্ষমতার দাপট দেখায় বেশী। পার্থিব বিষয় বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয় বেশী। মানুষ একবারও চিন্তা করে না ঐশরাজ্যের কথা। মৃত্যুর পর তাঁর কি হবে, তা নিয়ে ভাবে না! সেই মানুষ শেষ বিচারে স্বর্গে যাবে নাকি নরকে যাবে ?

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা কি দেখি! রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে কেউ ক্ষমতা ও সম্পদ হারা আবার অনেকে ক্ষমতার মসনদে। যুদ্ধ ও ক্ষমতার লড়াই চলছেই। জাতিসংঘের শান্তিবার্তা মানা হচ্ছে না বরং এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনাহারে ও গৃহহীন হাজার হাজার পরিবার। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ, ইস্রায়েল ও ফিলিস্তিনের যুদ্ধ, ইরানে যুদ্ধের হুমকি, এসব কিসের আলামত ? লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে আছে পৃথিবীতে। বাংলাদেশে প্রায় ২০ কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বেশী মানুষ কষ্টে আছে। যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ তাদের অভাব অনটন আছে, আছে বাঁচার সংগ্রাম ও কষ্টের জীবন। মানুষকে ধর্মের আধ্যাত্মিক গভীরতা জানতে হবে আবার বেঁচে থাকতে চাইলে সংগ্রাম করে যেতে হবে। তাই তৃতীয় আগমন কিভাবে হবে, কি চিহ্ন দেখে তা অনুমান করা যাবে সেই বিশ্লেষণ করছে আধ্যাত্মিক ধর্ম বিশ্লেষকরা। খ্রিস্ট ধর্মে প্রভু যিশুর আগমন বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের উল্লেখিত বিষয় বারংবার পড়তে হবে সাধারণ মানুষকে। আবার ইসলাম ধর্মেও হযরত ঈশা এর আগমন বিষয়টি উল্লেখ আছে। দুই ধর্মের স্কলাররা বিষয়টি নিয়ে রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছেন।

লক্ষণগুলো পবিত্র বাইবেলের আলোকে একসময় প্রকাশ পাবে যিশুর পুনরাগমনের দিকটি। মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে সচেতন হতে হবে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে যিশুর আগমনকে তরান্বিত করতে হবে। বাহ্যিকতা নয়, আধ্যাত্মিক গভীরতা হোক মানুষের জীবনের লক্ষ্য। সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের উপর বর্ষিত হোক।

অষ্টাহ, না কি নভেনা!

ইউজিন জাসটিন আনজুস সিএসসি

কাথলিক মণ্ডলীতে রোমীয় উপাসনা রীতি অনুসারে 'অষ্টাহ' পালনের প্রচলন রয়েছে। এর পাশাপাশি লৌকিক ভক্তিমূলক অনুশীলনরূপে বিভিন্ন উপলক্ষে নভেনা বা নবাহ পালনেরও প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া কোন কোন পর্বের পূর্ব-প্রস্তুতি স্বরূপ 'ত্রি-দিবস' (Triduum) এবং Vigil পালনেরও রীতি রয়েছে।

অষ্টাহ, নভেনা, ত্রি-দিবস– এগুলো কখন কোনটি পালন করব? এগুলোর উৎপত্তিই বা কোথা থেকে? খ্রিস্টীয় উপাসনা ও ভক্তিমূলক অনুশীলনে এই যে অষ্টাহ, নভেনা কিংবা ত্রি-দিবস এবং পর্বদিনের আগের দিন সান্ধ্য-উপাসনা (Vigil) পালন করা হয়, এগুলোর উৎপত্তি মূলত বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ঈশ্বরের মনোনীত জাতির বিভিন্ন পর্ব পালনের মধ্যে পাওয়া যায়। মনোনীত জাতি আবার এগুলো ধীরে ধীরে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে যোগ করে নিয়েছে মুক্তির ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি রক্ষার জন্য। পুরাতন নিয়মের সময়কালে ইস্রায়েল জাতি যে সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি, প্রথা পালন করছিল তার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেষ্টিনীয় সংস্কৃতি এবং মিশরে ও ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে বসবাস করার ফলে সেখানকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার কিছু উপাদানও নিজেদের ধর্মীয় প্রথার সাথে যোগ করে নেয়। যেমন ইস্রায়েল জাতি যে চান্দ্রপঞ্জিকা (Luner Calendar) ব্যবহার করে আসছে তার মধ্যে মিশরীয়দের চান্দ্রপঞ্জিকার প্রভাব পড়েছে। আবার ব্যাবিলনে নির্বাসিত থাকার কারণে পারস্যদের সৌরপঞ্জিকার (Solar Calendar) প্রভাবও পড়ে। দিন-সপ্তাহ-মাস-বছরের এই যে পরিক্রমা, তার সাথে প্রাকৃতিক ঋতুচক্র ও কৃষিকাজের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি যে কৃষি ব্যবস্থার নানা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হলেও বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন ঋতু রয়েছে এবং কম-বেশী তা মেনে চলতে হয়। বিভিন্ন ঋতুতে যে বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয় তার জন্য চান্দ্র অথবা সৌর দিনপঞ্জির বিশেষ সময়কাল মেনে চলতে হয়। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে বীজ বোনা না হলে, চারা তৈরী করে রোপন না করলে ঠিকমতো ফসল পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশে যেমন আউশ-আমন-বোরো, কিংবা রবিশষ্য, চৈতালী শষ্য, ইত্যাদি ঋতু-ভিত্তিক ফসলের সাথে আমাদের জীবন, বিশেষত কৃষি-জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ঈশ্বরের মনোনীত জাতির মানুষ প্রকৃতির এই ঋতুচক্রের সাথে মিলিয়ে তাদের ঔপাসনিক বিভিন্ন পর্ব পালনের প্রথা প্রচলন করে। তারা উপলব্ধি করেছে যে, সাধারণ কালচক্রের সাথে ঈশ্বর তাদের জীবনে উপস্থিত রয়েছেন। কালচক্রের পরিক্রমায় ঈশ্বর ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাদের নির্বাসন ও দাসত্ব থেকে মুক্ত-স্বাধীন করেছেন, প্রতিশ্রুতদেশে তাদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। মনোনীত জাতির ইতিহাসে কেন্দ্রীয় এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ। এই ঘটনায় তারা 'ঈশ্বরের হাত' (God's intervention) খুব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে। তাই তারা মুক্ত-স্বাধীন হয়ে মুক্তির এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করে প্রতি বছর "পাস্কা" বা "নিস্তার পর্ব" পালন করে আসছে।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক দুটিতে এই ঔপাসনিক উৎসব পালনের ইতিহাস ও যাবতীয় বিধি-বিধানের বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনা অনুসারে "পাস্কা" বা "নিস্তার পর্ব" এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে ঈশ্বর সাধিত বহু ঘটনা জড়িত থাকার কারণে বার্ষিক এই পর্বোৎসব মাত্র একদিনে পালন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের নিস্তার পর্ব পালন করা হয় আট দিন ব্যাপী। এর মধ্যে আবার রয়েছে নিস্তারের প্রধান তিন দিনের উৎসব। প্রতি বছর ইহুদীদের দিনপঞ্জি অনুসারে 'নিশান' মাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে তারা নিস্তার পর্বের প্রধান তিন দিনের উৎসব পালন করে থাকে। নিশান মাসের ১৪ তারিখের পূর্বে তাদের বাড়ীতে কোথাও যেন "খামি" না থাকে তার জন্য "খামি খোঁজ করা" এবং নিস্তার ভোজের জন্য যে ভেড়া বা ছাগ বলিদান করবে তা বাছাই বা "পৃথক করার দিবস" পালন করে থাকে। ১৪ তারিখে "পৃথক করা" ভেড়া বা ছাগ মন্দিরে নিয়ে "বলিরূপে বধ" করে বা "কোরবান" করে আনবে এবং নিস্তার ভোজের জন্য তা প্রস্তুত করবে। এই জন্য মঙ্গলসমাচারে এই দিনটিকে "পর্বের প্রস্তুতি দিবস" রূপে উল্লেখ করা হয়েছ *(লুক ২২:৭)*। ১৫ তারিখ মধ্যরাতের মধ্যে বলিকৃত পশুটির মাংস সম্পূর্ণরূপে খেয়ে শেষ করতে হবে, কিছুই অবশিষ্ট রাখা যাবে না। ১৬ তারিখ বিশ্রামবারের মধ্য দিয়ে তারা নিস্তার পর্বের প্রধান তিনটি দিবস অতিবাহিত করবে।

লেবী পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে যে ঈশ্বরের বিধান-মতে নিস্তার পর্বের পূর্বে "শিবির পর্ব" পালন করতে হবে সাত দিন পর্যন্ত; আর অষ্টম দিনে মহা সমারোহে পর্ব উদ্‌যাপন করতে হবে *(লেবী ২৩:৩৬)*। প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের জন্মের পর অষ্টম দিনে ত্বকচ্ছেদের বিধান পালন করা নির্দেশও বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রয়েছে *(লেবী ১২:৩)*, এ উপলক্ষে বিশেষ যজ্ঞ নিবেদনের বিধানও পালন করার নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে *(লেবী ১৪:১০, ২৩, ১৫:১৪, ২৯, গণনা ৬:১০)*। দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা সলোমনের সময় 'মন্দির প্রতিষ্ঠা' (Dedication of the Temple) উপলক্ষে আট দিন ব্যাপী প্রস্তুতি পালনের কথা *(২ বিবরণ ৭:৯)* এবং পরবর্তী সময়ে রাজা হেজেকিয়ার সময় মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ও আট দিন ব্যাপী উৎসব পালনের উল্লেখ পওয়া যায় *(২ বিবরণ ২৯:১০)*।

নিস্তার পর্ব থেকে উনপঞ্চাশ দিন গণনার পর পঞ্চাশতম দিনে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিশ্রুত দেশে আসার এক বছর পর তারা প্রথম নিজেদের উৎপন্ন ফসল থেকে খাবার খেতে পেরেছিল আর তার স্মরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে এই পর্ব পালন করতে লাগল ঈশ্বরের নির্দেশ মত। নিস্তার পর্বের পর পঞ্চাশতম দিন বলে এই পর্বের নাম হয়েছে "পঞ্চাশত্তমী"। পুরাতন নিয়মে বর্ণিত এই পর্বটির কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল এই যে, এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ইহুদী ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর কর্তৃক নিস্তারের এত বড় ঘটনা একদিনে তো নয়ই, আট দিনেও উদ্‌যাপন করা যথেষ্ট নয় – তাই পঞ্চাশ দিন পর্যন্তই এই নিস্তার-উৎসব পালন করার রীতি প্রচলন হয়।

অপর দিকে তাদের সামাজিক রীতি অনুসারেও কোন কোন উৎসব আট দিন ব্যাপী পালন করার প্রচলন যিশুর সমসাময়িক কালেও ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইহুদী বিবাহ অনুষ্ঠান। কানা নগরের বিয়ে বাড়ীতে সকালে বিয়ের ভোজ শুরু করে বিকেলের মধ্যেই দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যায়নি! তাদের প্রথামত বিয়ের উৎসব আট দিন পর্যন্ত চলত, আর এই আটদিনের মধ্যে অতিথিরা এসে বর-কনেকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাতেন আর তাদের জন্য থাকত আপ্যায়নের ব্যবস্থা। তাই বিবাহ-উৎসবের শুরু থেকে পানীয়রূপে দ্রাক্ষারস পরিবেশন করতে করতে দেখা গেল তা শেষ হয়ে গেছে! মায়ের নির্দেশে যিশু তখন জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করলেন *(দ্র. যোহন ২: ১-১০)*। আর এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, ইহুদী ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলোর গুরুত্ব অনুসারে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত, বিশেষ করে আট দিন পর্যন্ত পালন করার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে "সংস্কারকৃত ইহুদী ধর্ম" (Reformed Judaism) অনুসারে এর

অবশ্য কিছু রদবদল হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, খ্রিস্ট মণ্ডলীতে ধীরে ধীরে যখন "পূজন-বর্ষ" (Liturgical Year) জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের (রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে) সাথে সাজানো হতে থাকে তখন বিশেষ বিশেষ পর্বগুলো পালনের সাথে "অষ্টাহ" যোগ করা হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সম্রাট কন্সটান্টাইন জেরুসালেম ও টায়ের (Tyre) -এর মহামন্দির (Basilica) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আট দিন ব্যাপী উৎসব পালনের নির্দেশ দান করেন (৩৩৭ খ্রি.)।

খ্রিস্টের মানবজন্ম-রহস্য তত্ত্ব (Doctrine of Incarnation) এত গভীর যে বড়দিনের এক দিনের উৎসবে তা অনুধাবন করা ও উদ্‌যাপন করা (to celebrate) কারও জন্য যথেষ্ট নয়। তাই খ্রিস্টের এই জন্ম-রহস্য উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির জন্য যেমন রয়েছে পুরো "আগমনকাল", তেমনি প্রভুর জন্মতিথির (Nativity of the Lord) ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর সকালের খ্রিস্টযাগ পর্যন্ত "জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহ" (Octave before Christmas) পালন করার রীতি রোমীয় উপাসনা রীতি অনুসারেই নির্ধারিত করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতের খ্রিস্টযাগ এবং ২৫ ডিসেম্বর ভোরের খ্রিস্টযাগ ও দিনের খ্রিস্টযাগ – প্রধান এই তিনটি উপাসনার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালন করে থাকি। কিন্তু খ্রিস্টের এই মানবজন্ম-রহস্য এত মহান, এত গভীর যে বড়দিন থেকে পরবর্তী আট দিন পর্যন্ত আমরা "জন্মোৎসবের পরবর্তী অষ্টাহ" (Christmas Octave) পালন করি। শুধু এই আট দিন নয়, প্রভুর দীক্ষাস্নান পর্ব পর্যন্ত জন্মোৎসব কাল পালন করি খ্রিস্টের মানব দেহধারণ রহস্য বা Mystery of Incarnation ধ্যান করার জন্য।

জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহের জন্য উপাসনার গ্রন্থগুলোতে, বিশেষ করে বাণীবিতান ও যজ্ঞরীতি গ্রন্থ দুটিতে ১৭ ডিসেম্বর থেকে যে সকল পাঠ ও প্রার্থনা এবং 'ধন্যবদিকা স্তুতি' (Preface) নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে তার মধ্য দিয়ে কুমারী মারীয়ার গর্ভেই যে মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটবে তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি এবং সেই প্রতিশ্রুতি যে শিঘ্রই পূর্ণ হতে চলেছে এবং মানব জাতির "হতাশা-নিরাশা" ও "অন্ধকারে পড়ে থাকার দিন" যে এবার শেষ হতে চলেছে তা স্মরণ ও অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এই অষ্টাহের খ্রিস্টযাগে ব্যবহার করার জন্য যে ধন্যবাদিকা স্তুতি রয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই :

"প্রবক্তা সকলে তাঁর বিষয়ে পূর্ব ঘোষণা দিলেন,

কুমারী জননী অনির্বচনীয় স্নেহে তাঁকে ধারণ করলেন,

তিনি আসন্ন জেনে যোহন উল্লসিত হলেন,

এবং তিনি এলে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন।

মহানন্দে তাঁর জন্মরহস্য-ক্ষণে উপনীত হতে তিনি আমাদের চালিত করেন,

যেন এসে দেখতে পান,

আমরা প্রার্থনায় রয়েছি জাগ্রত, তাঁর প্রশংসা কীর্তনে উল্লসিত। [ধন্যবাদিকা স্তুতি, আগমন কাল-২]

একই ভাবে এই অষ্টাহের প্রতিদিনের বাণী পাঠেও আমরা শুনতে পাই মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের নিশ্চিত আশার কথা; যেমন প্রবক্তা মালাখির মুখ উচ্চারিত বাণীতে বলা হয়েছে :

"স্বয়ং প্রভু, যাঁকে তোমরা এখন অন্বেষণ করছ,

তিনি এসে তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করবেন, সেই তিনি, সন্ধির মহাদূত যিনি,

যাঁর জন্যে তোমরা এত ব্যাকুল হয়ে আছ!

ওই তো তিনি আসছেন! – এ কথা বলছেন স্বয়ং ভগবান।" [দ্র. ২৩ ডিসেম্বর, প্রথম পাঠ]

প্রভুর জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী এই আট দিন ব্যাপী অষ্টাহে আমরা ধ্যান করি খ্রিস্টের মানবজন্ম কতনা গভীর এক রহস্য : মানুষের মুক্তির জন্যে কিনা স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপ ধারণ করলেন, স্বর্গ ছেড়ে নেমে এলনে আমাদের মর্তধূলায়, পরিগ্রহণ করলেন মানবিক সব কিছু, কেবল পাপ ব্যতীত। মুক্তির এত বড় রহস্য সারা জীবনেও বোধ হয় আমরা পুরোপুরি অনুধাবন করে উঠতে পারবো না। তবুও উপাসনার মধ্য দিয়ে আমরা অন্তত আট দিন ব্যাপী এই অষ্টাহের মধ্য দিয়ে তা করতে চেষ্টা করি এবং নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলি জগতের মুক্তিদাতার জন্মোৎসব পালনের জন্য। অপর দিকে খ্রিস্টের মানবজন্ম রহস্য এত গভীর ও বড় বিষয়, এবং যা নিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরুর দিকে "ভ্রান্ত মতবাদী" (heretics)-রা যে-ঐশতাত্ত্বিক নিগূঢ়-রহস্য গ্রহণ করতে চায়নি, যে-বিশ্বাসের রহস্য প্রতিষ্ঠিত করতে বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও বিরোধ ঘটেছিল, সেই দেহধারণ রহস্য যেন যথাযথ গুরুত্বসহকারে এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাবেই মণ্ডলী উদ্‌যাপন করে তার জন্ম বড়দিনের দিনটি থেকে পরবর্তী আট দিন পর্যন্ত জন্মোৎসব অষ্টাহ পালন করার রীতি প্রচলন করা হয়েছে। এই জন্মোৎসবের অষ্টাহের দিবস গুলোর খ্রিটযাগে তাই আনন্দসহকারে মহিমাস্তোত্র (Gloria) – "জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে জয়" গান করা হয়।

এই অষ্টাহ পালন হল ঔপাসনিক, অর্থাৎ কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা রীতি বা Liturgical Rite অনুসারে বিধিসম্মত বিষয়, যে জন্যে বাণীবিতান ও যজ্ঞরীতি বই দুটিতে পৃথকভাবে ১৭–২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্দিষ্ট পাঠ, প্রার্থনা ও ধন্যবাদিকা স্তুতির সংকলন রয়েছে। উপাসনার এই গ্রন্থ গুলোতে এবং ঔপাসনিক বর্ষপঞ্জীতে (Ordo) নভেনার কথা উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, কোন সাধুসাধ্বীর পর্ব পালনের প্রস্তুতি স্বরূপ নভেনার উল্লেখ নেই ঔপাসনিক গ্রন্থ বা ঔপাসনিক বর্ষপঞ্জীতে। তার মূল কারণ হল নভেনা 'লৌকিক ভক্তিমূলক' (Popular devotional), উপাসনাগত ভাবে Official নয়। নভেনার গুরুত্ব আছে, তবে তা এক এক যায়গায় এক এক রকম, সবখানে একই ভাবে সকল সাধুসাধ্বীগণের নভেনা পালন করা হয় না। কিন্তু অষ্টাহ নির্ধারিত এবং Official, সবার জন্য পালনীয়। বিশেষ বিশেষ মহাপর্ব এবং সাধুসাধ্বীদের পর্বের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে "সান্ধ্য খ্রিস্টযাগ" বা Vigil পালনের নির্দেশনা রয়েছে, যেমন– ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতের Christmas Vigil এবং পুণ্য শনিবার মধ্যরাতের Easter Vigil ও অন্যান্য মহাপর্ব ও পর্বের পূর্ব-সন্ধ্যার Vigil Mass গুলো।

নভেনা লৌকিক, ভক্তিমূলক এবং প্রধানত স্থানীয়। তথাপি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান গুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে "বহন যোগ্য" (Devotions are portable)। উদাহরণ স্বরূপ পাদুয়ার সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি শুধু পাদুয়াতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সারা পৃথিবীতেই তা ছড়িয়ে পড়েছে। অপর দিকে 'গোয়াদালুপের মারীয়া' (Our Lady of Guadalupe)-এর ভক্তি দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হল এই যে, বড়দিনের নভেনা পালন করার প্রচলনটি একদিকে যেমন ঔপাসনিক নয়, তেমনি এটি সর্বত্র প্রচলিতও নয়; বরং স্থানীয়। এই প্রচলনটি প্রধানত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় এবং ইউরোপীয় মিশনারীদের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ইতালীয় যাজক চার্লস ভাচেত্তা, সিএম ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে এরূপ নভেনার প্রচলন করেন যা কিছুটা প্রাহরিক প্রার্থনার মতোই। পুরাতন নিয়মে খ্রিস্টের আগমনের প্রতিশ্রুতি বিষয়ক পাঠ, সামসঙ্গীত, ধূয়ো, বন্দনা, মারীয়ার ঈশ্বর প্রশস্তি – ইত্যাদি সহযোগে এই নভেনা প্রার্থনা করা হয়। অপর দিকে, প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয়-এর নামে বড়দিনের এক বিশেষ নভেনা প্রার্থনার প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি আবার নয় (৯) দিন ব্যাপী না, সাধু আন্দ্রিয়-এর পর্ব পালিত হয় ৩০ নভেম্বর এবং ঐদিন থেকে

২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ আগমন কালের শুরু থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই প্রার্থনার অপর বৈশিষ্ট্য হল, এতে একটি ছোট প্রার্থনা রয়েছে যা প্রতি দিন পনের বার আবৃত্তি করতে হয়। সাধু আন্দ্রিয়-এর নাম অনুসারে এই নভেনার প্রচলনের কারণ হল তিনি প্রেরিতদূত পিতরকে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আবার স্পেনীয় ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে ফিলিপাইনে Missa de Gallo অর্থাৎ প্রত্যুষে 'মোরগ ডাকার সময়ে' বিশেষ খ্রিস্টযাগ (Dawn Mass-ও বলা হয়) উৎসর্গ করার প্রচলন রয়েছে এবং এর প্রতি ফিলিপিনো কাথলিকদের আগ্রহ এত বেশী যে, বলা হয়ে থাকে তারা সারা বছর খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ না করলেও এই সময়ে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেনই।

বড়দিনের নভেনা সম্বন্ধে এরূপ অরো অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু সেটা আমার মূল আলোচ্য বিষয় নয়। আমি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে এই বিষয়টিই তুলে ধরতে চাচ্ছি যে, ঔপাসনিকভাবে সুনির্দিষ্ট জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অষ্টাহের উপাসনা সঠিক গুরুত্ব সহকারেই পালন করা বিধেয়। খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরু থেকে বহু শতাব্দি পর্যন্ত ভ্রান্ত মতবাদীগণ কাথলিক মণ্ডলীর এই মৌলিক বিশ্বাস গ্রহণ করতে চায়নি যে খ্রিস্ট একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, বরং তীব্র ভাবে এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয়েছিল। এই সকল ভ্রান্তমতবাদীদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত বিশপগণ ও যাজকগণ। তাঁরা দার্শনিক চিন্তা বা যুক্তি দিয়ে খ্রিস্টের 'মানব দেহধারণ তত্ত্ব' ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং অন্তত পক্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দি পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে বহু বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় কালে নিসীয় (৩২৫খ্রি.), ১ম কনস্টান্টিনোপল (৩৮১ খ্রি.), এফেসাস (৪৩১ খ্রি.), ক্যালসিডন (৪৫১ খ্রি.) – ইত্যাদি সাধারণ মহাসভা বা General Council-এ একদিকে ভ্রান্ত মতবাদ, ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী ও অনুসারীদের যুক্তি খণ্ডণ করা হয় এবং সেই সাথে কাথলিক বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাই, আজ আমরা কাথলিক হিসেবে যা কিছু বিশ্বাস করি তার মধ্যে মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের মানব দেহধারণের ঐশতত্ত্ব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। মানবিক বুদ্ধি ও দার্শনিক যুক্তি দিয়ে এই ঐশতত্ত্ব বোঝা সহজ নয়: যিনি সর্বশক্তিমান, অতিন্দ্রীয় এবং সার্বভৌম, তিনি কি করে সৃষ্ট মানুষের মতই একজন মানুষ হতে পারেন, ঈশ্বর মানুষ হলে কি করেই বা তাঁর ঈশ্বরত্ব বজায় থাকে? এই সব প্রশ্ন ও যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে খ্রিস্টের মানব দেহধারণ রহস্যে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

তাই, ঔপাসনিক দিক থেকে প্রভু যিশুর জন্মোৎসব পালনের পূর্বে আট দিন ধরে এবং জন্মোৎসব (বড়দিন)-এর পরবর্তী আরো আট দিন ব্যাপী সমগ্র কাথলিক মণ্ডলী এই অভূতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য ও প্রেমপূর্ণ রহস্য নিয়ে খ্রিস্টযাগ ও প্রাহরিক প্রার্থনায় নিবিষ্ট হয়ে খ্রিস্ট জননী মারীয়ার মতোই 'অন্তরে গেঁথে রাখে এবং ধ্যান করে'। লৌকিক ভক্তিমূলক 'নভেনা' পালনের দ্বারা ঔপাসনিক দুটি অষ্টাহ পালনের মাধ্যমে কাথলিক বিশ্বাসের মৌলিক ঐশতত্ত্বটি অনুধাবন করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে হালকা বা গৌণ করে ফেলা অনভিপ্রেত।

এজন্যে আমরা বিশ্বজনীন মণ্ডলীর খ্রিস্টজন্মোৎসবের উপাসনার সাথে একাত্ম হয়ে স্মরণ করি :

"কেননা শাশ্বত বাণীর দেহধারণ রহস্য দ্বারা

তোমার দীপ্তির নবজ্যোতি আমাদের মানস চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে,

যেন, তাঁকে দৃশ্যভাবে ঈশ্বররূপে চিনতে পেয়ে,

তাঁরই দ্বারা অদৃশ্য অরূপের প্রেমে মগ্ন হই।

"আপন সত্তায় অদৃশ্য-অরূপ যিনি,

এই ভক্তিময় রহস্যের উৎসব ক্ষণে

আমাদের সত্তায় দৃশ্য হয়ে আবির্ভূত হলেন,

এবং কালের অতীতে সঞ্জাত, কালের সীমায় অস্তিত্ব নিলেন,

যাতে তুচ্ছকৃত সমস্তই আপনাতে সমুন্নীত করে

বিশ্বমণ্ডলে পুনঃস্থাপন করেন অখণ্ডিত ঐক্য,

এবং পতিত মানবকে স্বর্গরাজ্যের সত্তায় ফিরিয়ে আনেন।" [ধন্যবাদিকা স্তুতি, খ্রিস্টজন্মোৎসব কাল - ১, ২]

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনা সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থটিতে প্রতিটি 'ঔপাসনিক কাল' গুলোর সূচনাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা (Liturgical Norms) সংযোজন করা হয়েছে যাজক ও উপাসনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য। আগমন কাল, বিশেষ করে খ্রিস্টজন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহ সম্বন্ধে এতে উল্লেখ করা হয়েছে :

"In the second, more intensive phase of Advent, each day is provided with proper prayers looking forward to the coming of the feast, and the liturgy climaxes in the gospel accounts of the events preceding Christ's birth, introduced by the sublime messianic gospel verses that are taken from the "Great Antiphons" (O Antiphons) and are sung at Mass before the gospel reading. The weekdays from 17 December to 24 December inclusive take precedence over obligatory memorials.

Popular devotions should respect the nature and character of Advent and should be consistent with the themes presented in the Lectionary for Mass and the Sacramentary volume of the Missal. Songs, carols, and devotions which focus on the nativity itself are out of place in Advent, especially before 17 December.

Vigils, services of light, and celebrations of reconciliation may be very effective in fostering a sense of watchfulness and prayer and in disposing the community to a more fruitful participation in the Masses of Advent. [আগমন কাল, পৃ. ১৫]

আগমন কাল উদ্‌যাপন সম্পর্কে উপরোক্ত নির্দেশনা থেকে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর সকালের খ্রিস্টযাগ পর্যন্ত অষ্টাহের প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগের গুরুত্ব এতটাই যে তার জন্য নির্দিষ্ট বাণী-পাঠ, সামসঙ্গীত ও ধুয়ো, প্রার্থনা, ধন্যবাদিকা স্তুতি, ইত্যাদি যত্নসহকারে বেছে নেয়া হয়েছে এবং এগুলো অনুসরণ করার জন্য ঐ সময়ের মধ্যে যদি কোন আবশ্যিক স্মরণ দিবসও পড়লে সেগুলো থেকে অষ্টাহের নির্ধারিত উপাসনাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ১৭ ডিসেম্বরের পূর্বে বড়দিনের গান, কীর্তন ও অন্যান্য ভক্তিমূলক কোন কিছু যেন করা না হয় তাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রভুর জন্মোৎসবের প্রস্তুতির জন্য 'নিশি-যাপন', 'আলোর অনুষ্ঠান' এবং পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

লৌকিক ভক্তি-অনুশীলনের যেমন অনেক ভাল দিক রয়েছে তেমনি আবার এর কিছু নেতিবাচক দিক বা এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বনের বিষয়ও রয়েছে। ফাদার বার্ণার্ড রাস্ এসভিডি তাঁর Popular Devotion: Making Popular Religious Practices More Potent Vehicles of Spiritual Growth বইটিতে এ বিষয়ে ছয়টি সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে একটি হল : ভক্তিমূলক অনুশীলনকে প্রকৃত উপাসনা থেকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলার বিষয়ে সতর্কতা। এর কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, লৌকিক ভক্তিমূলক অনুশীলনগুলো খুব সহজেই

'ব্যক্তিগত' করে নেয়া যায় আর সে জন্য মূল ঔপাসনিক বিষয়গুলোর থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরূপ ভক্তিমূলক অনুশীলন গুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ব্যক্তির বা বিশেষ দলের পছন্দ, বাহ্যিকতা ও আবেগপ্রবণতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তিনি বলেন :

"There is the danger of too much subjectivism, externalism and sentimentalism. Prayers are performed and candles are lighted but they serve and promote our self-satisfaction and not the honor and praise of God. We feel good by doing these things but they do not bring us to a change of life."

এ কথাটি উল্লেখ করার কারণ হল অনেকবার আমরা ভক্তিমূলক অনুশীলনগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি এরূপ কারণ দেখিয়ে যে, 'লোকেরা এটা পছন্দ করে', 'লোকেরা এটা চায়' ইত্যাদি। কিন্তু এ ধরণের উক্তি বিধানিক বা normative নয়। যারা এগুলো চায় এবং পছন্দ করে তাদের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বহু নভেনা পালন করেছেন আর মোমবাতি জ্বেলেছেন, অথচ প্রকৃত 'মনপরিবর্তন' হয়নি, তাদের জীবন বদলায়নি। এ প্রসঙ্গে, অর্থাৎ লোকেরা চায় বা পছন্দ করে বলে ব্যক্তিক পছন্দ, বাহ্যিকতা ও আবেগিক ভক্তির অনুশীলনকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে আমরা কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা পুস্তকের একটি ধারা স্মরণ করতে পারি, যাতে বলা হয়েছে :

"কোন যাজক বা জনগণের ইচ্ছামত কোন সংস্কার অনুষ্ঠান পরিবর্তন করা কিংবা কারও স্বার্থে সুবিধাজনক করে নেয়া যাবে না। এমনকি খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও যেন উপাসনা-অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন না করেন; শুধুমাত্র উপাসনা-অনুষ্ঠানের রহস্যের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের কারণে তিনি পরিবর্তন করতে পারেন।" (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ধারা-১১২৫*)

এই ধারাটির কারণ বর্ণিত হয়েছে এর পূর্ববর্তী ১১২৪ নম্বর ধারায়, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে 'প্রার্থনার বিধান বিশ্বাসের বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করে', Lex orandi [statuat] lex credendi–অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনায় (উপাসনায়) যা-কিছু বলি তার দ্বারা আমাদের বিশ্বাস ঘোষণা করি। তাই প্রার্থনা বা উপাসনা যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন করা হলে আমাদের কাথলিক বিশ্বাসও পরিবর্তিত হয়ে যাবে বলে খ্রিস্টমণ্ডলী বিচক্ষণভাবে ও যত্নসহকারে কাথলিক বিশ্বাসকে সংরক্ষিত করে আসছে। একই ভাবে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশনা কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলে : (১) উপাসনা অপরিবর্তিত বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করে, এবং (২) উপাসনা অখণ্ড ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দান করে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আমাদের মূল ঔপাসনিক রীতি (Rite) ও ঐতিহ্য সম্মুন্নত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপেই দেখা দরকার এবং ব্যক্তি বা বিশেষ দলের 'ভাল লাগা' বা পছন্দের ভিত্তিতে ঔপাসনিক অখণ্ডতা বা Integrity of Liturgy বিঘ্নিত করা উচিত নয়। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা উপাসনাকে 'যুগোপযোগী' করার সুপারিশ করলেও তা যেন আবার বিশেষ ব্যক্তি বা দলের বিষয় হয়ে না ওঠে, এ জন্য উপাসনার নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে :

"(১) পুণ্য উপাসনার নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে একমাত্র মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রৈরিতিক আসনের উপর এবং আইনগত নির্দেশ অনুযায়ী বিশপের উপর।

(২) আইন-প্রদত্ত ক্ষমতাগুণে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উপাসনার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের আইনগত অধিকার সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার বিশপ সম্মিলনীর হাতেও তা রয়েছে।

(৩) অতএব অন্য কেউ, এমনকি পুরোহিতও নিজ ক্ষমতায় উপাসনার কোন কিছু যোগ, বিয়োগ বা পরিবর্তন করতে পারেন না।" *[পুণ্য উপাসনা, অনুচ্ছেদ ২১]*

অতএব, উপাসনার রীতি বা Rite-কে পাশ কাটিয়ে বিশেষ কোন অঞ্চলের প্রথা অনুকরণ করে কাথলিক মণ্ডলী নির্দেশিত 'অষ্টাহ' পালনের রীতি পরিবর্তন করে 'নভেনা' পালন করা কতটুকু অর্থপূর্ণ ও ঔপাসনিক বিধিসম্মত হবে তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। বিভিন্ন ধর্মপল্লী বা অঞ্চলে বিশেষ করে 'বড়দিনের নভেনা' নামে যে ভক্তির অনুশীলন হয়ে আসছে এবং যে সকল স্থানে শুরু করা হচ্ছে, সে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক কমিশনের পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। খ্রিস্টজন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহের ঔপাসনিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে পালন করার ব্যাপারেও এই কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি জন্মোৎসবের পরবর্তী অষ্টাহটিও যেন সমান গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়– সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন। এখানে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন যে, খ্রিস্টমণ্ডলী নির্দেশিত অষ্টাহ যা প্রধান, তাকে গুরুত্ব না দিয়ে লৌকিক ভক্তিমূলক নভেনা যা গৌণ, সেটা পালন করা হবে? না কি 'অষ্টাহের বিশেষ তাৎপর্যকে গৌণ করে একদিন যোগ করে নভেনায় পর্যবসিত করা হবে? এ ক্ষেত্রে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি জন্মোৎসবের পরবর্তী অষ্টাহটি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যারা 'বড়দিনের প্রস্তুতি' মনে করে 'নভেনা'র প্রতি আগ্রহী তারা কি জন্মোৎসবের পরবর্তী অষ্টাহটিকে একই ভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন? না কি বিবাহ, বিভিন্ন জয়ন্তী, অভিষেক অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উৎসবের ভিড়ে জন্মোৎসবের পরবর্তী অষ্টাহ (Christmas Octave) উদ্‌যাপনটি 'গৌণ' হয়ে পড়ে? অথচ খ্রিস্টের মানবজন্ম গ্রহণে আমরা পরমেশ্বরের যে অনুগ্রহ আমরা লাভ করেছি *(তীত ২:১১-১৪ দ্রঃ)*, জগৎ ঈশ্বরের যে মহিমা প্রত্যক্ষ করেছে *(যোহন ১:১৪ দ্রঃ)* তার জন্য ঔপাসনিকভাবে খ্রিস্টের জন্মোৎসবের পরবর্তী এই অষ্টাহে 'মহিমাস্তোত্র' (Gloria) গান সহকারে উদ্‌যাপন করি। এর মাধ্যমে আমরা পরিপূর্ণভাবে 'খ্রিস্টের রহস্যে প্রবেশ করি' গ্রীক ভাষায় যাকে বলা হয় Mystagogia অর্থাৎ খ্রিস্টের রহস্যে প্রবেশ করা। লক্ষ্য করা যায়, অনেক গির্জায় বড়দিনের পরবর্তী দিনগুলোতে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত, খ্রিস্টজন্মোৎসবের এই গুরুত্বপূর্ণ অষ্টাহ পালনের ব্যাপারে কারো যেন কোন আগ্রহই থাকে না!

একই ভাবে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পূর্বে যে-রূপ ভক্তি নিয়ে 'তপস্যা কাল' উদ্‌যাপন করি, ঠিক ততটা গুরুত্ব সহকারে কি 'পুনরুত্থান অষ্টাহ' পালন করি? তপস্যা কালে 'ক্রুশের পথ' পালন করার জন্য আমাদের যেরূপ আগ্রহ ও ভক্তি থাকে, খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থানের পর দীক্ষাস্নানে সেই 'খ্রিস্টের সাথে মৃত ও সমাহিত হয়ে' যে নবজীবন লাভ করি, সেই পুনরুত্থিত নবজীবনের পথে চলাকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকি? যিশুর যন্ত্রণাভোগের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের আগ্রহ প্রচুর, কিন্তু খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থানের ঘটনাবলী নিয়ে এরূপ অনুষ্ঠান বা ধ্যান-প্রার্থনার দিকে আমাদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত ভাবে কম। কেউ কেউ বলতে পারেন: খ্রিস্টের পুনরুত্থানের ঘটনাবলী নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করার মত সহায়ক বই-পুস্তক তো নেই! বলা বাহুল্য 'নেই' কথাটি ঠিক নয়; বহু সহায়ক গ্রন্থাদি রয়েছে, তন্মধ্যে প্রয়াত ফাদার সিলভানো গারেল্লো এস.এক্স. সম্পাদিত "আলোর পথে – পুনরুত্থানের পথে" নামক বইটি খুবই অর্থপূর্ণ *(জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১৩ খ্রি.)*।

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

নভেনা, মানবপুত্রের দিকে যাত্রা

ফাদার যোসেফ মুরমু

প্রতি বছর আগমনকাল এলেই, কাথলিক মণ্ডলীতে ও খ্রিস্টীয় সমাজে খ্রিস্টকে দর্শনের নিমিত্তে নভেনা পালন করে। কিন্তু তাৎপর্য ধরে নভেনা আরম্ভ হয় না, পালনও হয় না। এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার গোড়াতে অনেকগুলো দৃশ্যমান ঘাটতি দেখা যায়। তা হলো খ্রিস্টানদের ঐকান্তিক মনোভাব যেমন, আগমনকালে নভেনা পালিত হবে মিশন কেন্দ্রে। এ ধরণের ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হীনমন্যতাই প্রকাশ করে। আগমনকাল এলেই খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে কালের শুরুটি নভেনায় না হয়ে বড়দিনের প্রস্তুতির দিকে ধাবিত। সমগ্র খ্রিস্টীয় সমাজে আগমনকালে নভেনা প্রচলন থাকলেও, চেতনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এ লক্ষ্যে ধর্মপল্লী থেকে সকলের হাতে আগমনকালের নভেনার বই পুস্তক দেয়া হয়, কিন্তু বাগড়া বাঁধে, গির্জায় লোকজনের খুব অভাব, এজন্যে খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ সীমিত। খ্রিস্টভক্তদের দোষ কি, আগমনকালে নভেনার আবশ্যকতা গুরুত্ব দিয়ে শিখানো হয়নি বলেই প্রতিয়মান হয়, কাজেই খ্রিস্টভক্তদের কাছে আগমনকালের নভেনা, কালেই থেকে যায়। তবে এটুকু সকলে জানে, আগমনকালের নভেনার শেষ দিনের পরেই বড়দিন, তা পালনে অর্থ যোগাড়ে ব্যস্ত হয় খ্রিস্টভক্তরা। নভেনায় না যাওয়া নিয়ে ভক্তদের কিছু মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রত্যেকের দৈনন্দিন কর্ম শুরু হয় কাকডাকা ভোর থেকে। কর্ম চলে সন্ধ্যা অবধি। অফিস কর্মীরা অফিসে দিনভর রহে, আর মাঠের বা ক্ষুদ্র কুঠির শিল্পের শ্রমিকরা বেলার শেষে অবদি, কর্তা কিংবা জমি বা ক্ষুদ্র কটির শিল্প মালিকের অপেক্ষায় থাকে, ফলে ঘরে ফিরতে সময় চলে যায়। ফেরার পথে বাজার খরচ করে, পরিচিতদের সঙ্গে পান-বিড়ি খেতে খেতে কিছু সময় কাটাই। ঘরে ফিরতে সন্ধ্যা। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে নভেনায় যাওয়া একপ্রকার সম্ভব হয়ে ওঠে না, এ হল শ্রমজীবী শ্রমিকদের দৈনন্দিন চালচিত্র। সচরাচর আগমনকালের শুরুতে পুরোহিত আগমনকাল ও নভেনা সম্পর্কে নোটিস দেন ঠিকই, কিন্তু এই অবস্থায় লোক সমাগম সীমিত হয়। চাঞ্চল্য তথ্য হচ্ছে, আজো খ্রিস্টভক্তদের নভেনার গভীর জ্ঞান স্পষ্ট নয় বলেই বা জানা থাকলেও না যাওয়ার বাহানা, পরের বছর ঠিকঠাক শুরু হবে। এমন ভাবনা খ্রিস্টানদের মনে স্থির থাকলে নভেনা থেকে খ্রিস্টের প্রেম-কৃপা অর্জনের গুরুত্ব হালকা করে, নভেনায় অংশ না নেয়ার উদাসিনতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবসমেত বলতে হয়, দৈনন্দিন জীবনে আগমনের আধ্যাত্মিক শক্তি বাচিয়ে রাখার পন্থা হচ্ছে নভেনা, আর শ্রম হচ্ছে ক্ষণকালে জীবন বাঁচিয়ে রাখার সুব্যবস্থা।

শহরে বা গ্রামাঞ্চলে, পুরুষ-মহিলা বা মধ্যবয়স্কদের মনোবৃত্তি ভিন্ন অর্থাৎ নভেনায় ছেলে-মেয়েরা গেলেই হবে। বলা হয় তারা ধর্মপ্রীত হবে, পদ্ধতি জানে, বয়স্কদের এত কিছু জানা নেই, উপরন্ত বারবার উঠতে-বসতে হবে, কি কঠিন অবস্থা। এ ধরণের মতামত পোষণ করা ঠিক না, অবশ্যই নভেনার নিয়ম পালন করতে হয়, মানতে হয়, ছেলেমেয়েরা জানে ঠিক, কিন্তু নভেনায় গান বা পাঠ সবার উদ্দেশে পাঠ হয়, সমানভাবে বাণীর শব্দগুলো পৌছে যায়। এ নিয়ম নভেনায় যিশুকে চিনতে ভক্তদের আগ্রহী করে, প্রবক্তাদের ও মঙ্গলসমাচার বা শিষ্যদের পত্রগুলোর কথা হৃদয় প্রসার করে, যোগ্য করে। নভেনা তো সম্মিলিতভাবে যিশুর সাক্ষাৎ দেয়, তাঁর আগমনের পথের দিকে চেয়ে থাকতে সাহায্য করে, তাঁর আগমনের পথ হৃদয়ে প্রস্তুত করতে সহায়তা দান করে। নভেনা সম্পর্কিত ভুল মনোবৃত্তি ফেলা উচিৎ, ফিরে আসতে হবে সুন্দর চিন্তায় মণ্ডলীর উপাসনায়, যেন সকলে একত্রে নভেনা করতে পারা যায়। জেনে রাখা ভাল যে, নভেনা হচ্ছে খ্রিস্টের দর্শন লাভের পথযাত্রা।

ধর্মপল্লীতে শিশু মঙ্গল বিদ্যমান এবং সক্রিয়। এর মাধ্যমে শিশুদের আগমনকালের গুরুত্ব ও নভেনা জানানোর সুযোগটা ব্যবহার করা দরকার, এতে যুবক-যুবতী-বয়স্ক হওয়ার পরে নভেনায় যাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে, অংশ নিতে আগ্রহী হবে। না হলে হবে কি, যুবক যুবতীরা নভেনার প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, কারণ তাদের নভেনার শিক্ষা ছোটবেলাই দেয়া হয়নি, ফলে নভেনা যাওয়ার ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়না, অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাঝে-মধ্যে পিতা-মাতারা, ছেলে-মেয়েদের জোর করে বলে, 'নভেনায় যাও', এরপরেও যায় না, কারণ তাদের অভ্যাসে নভেনা নেই। অপর দিকে অভিভাবকেরা নিজেরাও নভেনায় যায় না বলে, সন্তানেরাও পিছিয়ে থাকে। কত খ্রিস্টভক্ত গির্জার কাছে বাস করলেও নভেনার গুরুত্ব মনে ধরে না, ঐ যে ছোটকাল থেকে অভ্যাস গড়া হয়নি। ছোটবেলায় অভ্যস্ত না হলে, প্রাপ্ত বয়সে নভেনা মুখি হওয়া বেশ কঠিন, সকলের তা জানা।

রোমান কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে মাণ্ডলীক সংস্কৃতি ও বিধান বিদ্যমান। তা জানার পরেও কিছু লোক আছেন, যারা সহজে অন্যান্য মণ্ডলীর ধর্মকালচার ধরে এনে উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য দেয়, যেটি সংগত নয়। রোমান কাথলিক মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তগণ বড়দিন উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে নভেনার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অন্যান্য মণ্ডলী, নিজ ধর্মকালচারে বড়দিন উদ্‌যাপনের পদ্ধতি অবলম্বন করে, সুতরাং রোমান কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মকালচারের সঙ্গে তুলনা করা, নিজের ধর্মকালচারকে অবজ্ঞা করার সামিল, গ্রহণীয় নয়, নিজেকে ছোট করার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য মণ্ডলী কিভাবে আগমনকাল উদ্‌যাপন করবে, সেটি নিজেদের। কাথলিক মণ্ডলীতে অনেকেই আছেন, যারা কাথলিক ধর্মবিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, এর প্রভাব অনেকের চিন্তায় কাজ করে হেতু নভেনা বর্জন করে, উৎসাহ বোধ করে না। ক্ষতি কার হয়? নিশ্চয় নিজের ঐতিহাসিক ধর্মের কালচার। জ্ঞানে আছে নভেনা খ্রিস্টমণ্ডলীর সংস্কৃতি ও রীতি, তা শ্রদ্ধা করা, পালন করা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের ধর্মীয় সংস্কৃতি, অবজ্ঞা করা অনৈতিক।

খেটে খাওয়া লোক বা ধনী ব্যক্তি, সবার ঘরে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সমাহার। কম-বেশী সবাই মিডিয়ায় আসক্ত। বরাবর বিচিত্র প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়, যেটি মানুষকে বিপুলভাবে আসক্ত করে। সেগুলি এতোই জৌলুস যে, তা দেখতেই হবে, নভেনা পরে বা পরের সপ্তাহে গেলে হবে, অপরাধ হবে না, এমনই ভাবনা মনে জাগে। আধুনিকতা মানুষের আচরণে চরমভাবে প্রভাব ফেলেছে, সুস্থ সামাজিকতাও অসহায় হয়ে পড়েছে, পরিবারের সদস্যদের ধর্মকর্ম দুর্বল করে ফেলেছে, আর তাই মনে হচ্ছে ধর্ম মামুলি ব্যাপার। এই অবস্থা জানান দেয়, বড়দিন উদ্‌যাপন প্রাক্কালে যে নভেনা মণ্ডলীতে প্রচলিত রয়েছে এবং আগমনকালে নয়(৯)দিন উদ্‌যাপন করা হয়, সেদিকে খ্রিস্টভক্তদের খেয়াল অনেকটাই ধীর গতি। এর প্রভাবে ভক্তদের মধ্যে নভেনার প্রতি অবহেলা তর তর করে বেড়েই উঠছে, খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণও দমিয়ে দিচ্ছে। ভাবনায় যাই ঘটুক, নভেনায় যাওয়া খুব দরকার। নভেনা বড় দিনের খ্রিস্টকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি, খ্রিস্টকে আরো জানার মাধ্যম, তাই এর প্রয়োজন বিস্তর।

শেষ কথা বলি, সংসারের যে কর্মের মানুষই হই না কেন, খ্রিস্টকে কাছে থেকে জানা, তাঁর ঈশ্বরীয় দেহের ও জীবন সঙ্গী হওয়ার জন্যে মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উপাসনা তথা আগমনকালের নভেনায় যোগদান করা খ্রিস্টভক্তদের আত্মিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। শত কর্মের মধ্যেও মাণ্ডলীক আগমনকালের নভেনা দৈনন্দিন জীবন-সত্তায় সংযুক্ত রাখা উত্তম, কারণ এটিই একজন খ্রিস্টভক্তকে বড়দিন উদ্‌যাপন অর্থাৎ বেথলেহেমের শিশু যিশুকে চিনিয়ে দিতে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার করবে এবং খ্রিস্টের সান্নিধ্য লাভে মুক্তমন দান করবে, নিজেদের ঘরে অমলিন আসন পেতে দেয়ার সব ব্যবস্থা বাতলিয়ে দেবে, এবং তা বড়দিন উদ্‌যাপনের মহা-আনন্দ পুব আকাশের ঐ তারার মতো জ্বলে উঠবে, জীবনের উঠানের উপরে স্বর্গীয় আলো ছড়িয়ে পড়বে।

হামলার শিকার সুনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজ

গত ২৪ নভেম্বর (রবিবার), বিকাল ৫টার সময় বহিরাগত কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক স্কুলের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে ১৪২ বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজে ব্যাপক হামলা ও লুটপাট করে। উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের স্কুলে প্রবেশে বাঁধা দিতে গেলে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তারক্ষী নাজমুল হক ও সুমন গমেজকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে এবং দরজায় দায়িত্বে থাকা দুজন কর্মচারীকেও ভীষণভাবে আহত করে।

জোরপূর্বক স্কুলে অনুপ্রবেশকারীরা ককটেল ফাটিয়ে প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এরপর দরজার ভিতর ঢুকেই তারা পাঁচতলা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয়তলা পর্যন্ত বেশির ভাগ শ্রেণীর কাঁচের সকল জানালা ভেঙে ফেলে। এরপর তারা ধ্বংসযজ্ঞলীলায় মেতে ওঠে, ব্যাপক ভাংচুর করে ডিসিপ্লিন কমিটি কক্ষ, শিক্ষকদের মিলায়তন সহ আরো কয়েকটি অফিসের শ্রেণীকক্ষ। উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের হাত থেকে রেহাই পায়নি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের কক্ষও। অতর্কিত এই হামলায় প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত ব্রাদারগণ ও কর্মচারীবৃন্দ আতঙ্কিত হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করেন। পরবর্তীতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এসে প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী থেকে জানা যায়, ঘটনার সূত্রপাত হয় ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত এক শিক্ষার্থীর ন্যাশনাল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীবাজার এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এন্ড কলেজে অনাকাঙ্খিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি এ ঘটনার তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানান। তিনি বলেন, "সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজটি বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর তথা সারা বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, যার বয়স ১৪২ বছর। এই ১৪২ বছরে এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক কৃতি সন্তান বেরিয়ে এসেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন, ড. কামাল হোসেন সহ আরো অনেক মহান ব্যক্তিদের নাম। সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজ সব সময় প্রীতি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব লালন পালন করে। ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ দিনটি সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজের জন্য একটি কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। এই হামলায় প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, বর্তমানে কর্মরত সকল শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শুভাকাঙ্খীসহ যারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারা সকলে এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্য খুবই মর্মাহত। আমরা আমাদের সকল শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছি। কেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে হামলা হলো, কর্মচারীদের আহত করাসহ স্কুলের এত ক্ষতি করা হলো? সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজ একটি অরাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এখানে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার চর্চা করা হয়। যেন এখানকার শিক্ষার্থীরা দেহ, মন ও আত্মায় পরিপূর্ণ মানুষ হতে গড়ে উঠে। আমরা বিশ্বাস করি ও আশা করি সেন্ট গ্রেগরীর কোনো শিক্ষার্থী কোনো সহিংস ঘটনার সাথে কখনও জড়িয়ে পড়তে পারে না। তবে কোনো শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে এ ধরণের কোন ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ফাদার কমল কোড়াইয়া বলেন, "সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এ্যান্ড কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রায় দেড়শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আপন করে শিক্ষা সেবার মহান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। রবিবারের হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা আসলে কাউকে দোষারোপ করছি না। তবে আমরা চাই শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। হামলাকারীরাও তো কারো না কারোর সন্তান ও দেশের নাগরিক। তারা এই ধ্বংসমূলক কাজ থেকে সুন্দর পথে ফিরে আসুক এবং ভালো জীবন যাপন করুক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যেন ভালো শিক্ষা পায়, এটা আমাদের প্রত্যাশা। সেন্ট গ্রেগরী স্কুল সব সময় শান্তি, সুশিক্ষা ও মানবতার পক্ষে। এ প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই কারো প্রতিপক্ষ নয় বা কারো কোনো ক্ষতি ও অনিষ্ট চায় না। সেন্ট গ্রেগরীর কোনো শিক্ষার্থী যেন কোন হীন বা রাষ্ট্রদ্রোহী বা দেশের কোনো ক্ষতি করে এমন কার্যকলাপ না করে সেদিকে কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। আসুন আমরা সকলে মিলে এ দেশটাকে ভালোবাসি ও সুন্দর করে তুলি।

সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী নির্দেশনা দেয়ার আগ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মর্নিং শিফট, ডে শিফট ও কলেজ শাখার সব ধরণের ক্লাস, পরীক্ষা ও অফিস কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মেরামতের কাজ অতীব জরুরি এবং সময়সাপেক্ষ। সবকিছু অনুকূলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম যথারীতি শুরু হবে।

এছাড়া, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম শ্রেণি ও নার্সারি ভর্তির লটারি স্থগিত হওয়ার বিষয়ে অন্য বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সেন্ট গ্রেগরী হইস্কুল এন্ড কলেজে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম শ্রেণিতে (বাংলা ভার্সন) ও নার্সারি (ইংরেজি) ভর্তির জন্য নির্ধারিত লটারি ও ভর্তির তারিখ বিশেষ কারণবশত পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। পরিবর্তিত সময়সূচি পরে জানানো হবে।

গত ২৪ নভেম্বর, সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল এণ্ড কলেজে যে ন্যাক্কারজনক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলো তা আমাদের কারোই কাম্য নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখতে চায়। যদি কোন দুস্কৃতিকারীরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনিরাপদ ও ভয়ের স্থানে পরিণত করে তবে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব সেই দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট জোর দাবি জানাই শিক্ষাঙ্গণে নিরাপদ পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন। ভবিষ্যতে যেন আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য সকল অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শুভাকাঙ্খীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক।

রিপোর্ট: জেভিয়ার রোজারিও এবং সজল বালা

অধিকার নিশ্চিত হলে এইচআইভি ও এইডস যাবে চলে

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

বিশ্ব এইডস দিবস হল একটি আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এইচআইভি সংক্রমণের জন্য এইডস মহামারী ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং যারা এই রোগে মারা গেছেন তাদের প্রতি শোক পালন করতে এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সরকারী ও স্বাস্থ্য অধিকারিকগণ, বেসরকারী সংস্থাগুলি এবং বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি, এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সকলকে সচেতন করতে এই দিনটি পালন করে।

বিশ্ব এইডস দিবসটি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দ্বারা চিহ্নিত, বিশ্ব জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্দেশে ঘোষিত, আটটি বিশেষ দিনের মধ্যে একটি, বাকি সাতটি দিন হল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস, বিশ্ব টিকা দিবস, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস, বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস এবং বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আনুমানিক ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ মানুষ এইচ.আই.ভি-তে আক্রান্ত হয়ে বসবাস করছে। এদের মধ্যে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১৪ লক্ষ শিশু। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজার এইডস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি আক্রান্ত শনাক্ত হয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন শনাক্ত হয় ১,২৭৬ জন, মৃত্যু হয়েছে ২৬৬ জনের। মোট আক্রান্ত রোগী ১০,৯৮৪ জন, মৃত্যু হয়েছে ২০৮৬ জনের । চিকিৎসা নিচ্ছেন ১ হাজার ১৩৭ জন।

এর ফলে এটি নথিভুক্ত ইতিহাস অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম জনস্বাস্থ্য বিষয় হিসাবে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের অনেক অঞ্চলে সাম্প্রতিক উন্নত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা পৌঁছানোর ফলে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বোচ্চ সংখ্যায় মৃত্যুর পর এইডস মহামারী থেকে মৃত্যুর হার কমেছে (২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ১ মিলিয়ন, যেখানে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ছিল ১.৯ মিলিয়ন)।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় এইডস সম্পর্কিত বিশ্ব কর্মসূচির দু'জন জনতথ্য কর্মকর্তা জেমস ডবু-বুন এবং টমাস নেটটার দ্বারা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে আগস্টে প্রথম বিশ্ব এইডস দিবসের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এইডস সম্পর্কিত বিশ্ব কর্মসূচির (বর্তমানে আনএইডস নামে পরিচিত) পরিচালক ডঃ জোনাথন মানের কাছে বুন এবং নেটটার তাঁদের ধারণাটির কথা জানিয়েছিলেন। ডঃ মান এই ধারণাটি পছন্দ করে এটির অনুমোদন করেন এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসটি প্রথম পালন করা হয়।

প্রতি বছর, পোপ জন পল দ্বিতীয় এবং দ্বাদশ বেনেডিক্ট বিশ্ব এইডস দিবসে রোগী এবং চিকিৎসকদের জন্য একটি শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করেন।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ১ ডিসেম্বর পোপ ফ্রান্সিস এইচ.আই.ভি আক্রান্তদের উদ্দেশে বলেন- এইচ.আই.ভি আক্রান্তরা রোগাক্রান্ত। তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। তারা যেন সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে যেন আমরা খেয়াল রাখি।

এইডস (AIDS) কি?

এইডস একটি সংক্রামক রোগ। মানুষের শরীরে এইচ.আই.ভি নামক ভাইরাস সংক্রমনের কারণে ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন রোগ জীবাণুর আক্রমন ঘটে। ফলে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয়। এই উপসর্গগুলোকে সমন্বিতভাবে এইডস (AIDS) বলে।

এইডস (AIDS) শব্দের অর্থ হলো ঃ

A = Acquired (অর্জিত)

I = Immune (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা)

D = Deficiency (অভাব)

S = Syndrome (লক্ষণসমূহ)

এইচ.আই.ভি (HIV) কি?

মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংসকারী এইচ.আই.ভি (HIV) ভাইরাস এইডস রোগের কারণ। এইচ.আই.ভি (হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিএন্সী ভাইরাস) ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।

এইচ.আই.ভি (HIV) শব্দের অর্থ হলো :

H = Human (মানুষ)

I = Immunodeficiency (রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতার অভাব)

V = Virus (ভাইরাস)

আক্রান্ত ব্যক্তি হতে এইচ.আই.ভি/এইডস কিভাবে অন্যজনের শরীরে ছড়ায়?

১. শারীরিক/ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে।

২. রক্ত ও রক্তজাত পদার্থ সঞ্চালন, টিস্যু ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং শুক্রাণু দানের মাধ্যমে।

৩. অন্যের ব্যবহৃত সুঁচ/সিরিঞ্জ, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। যেমন- আন্তশিরায় ড্রাগ/মাদকদ্রব্য সেবনকারী, সুঁচ/সিরিঞ্জ সহভাগিতা করলে, মেডিকেল যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে।

৪. মা হতে শিশুতে তিনভাবে ছড়াতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে, প্রসবের সময়ে এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে।

এইচ.আই.ভি ভাইরাস কি করলে অন্য জনের শরীরে ছড়ায় না :

- করমর্দন করলে, স্পর্শ করলে।
- একই থালাবাসন ও একই পোশাক ব্যবহার করলে।
- একই পুকুর বা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটলে।
- মশা ও কীটপতঙ্গ কামড়ালে।
- আলিঙ্গন করলে
- হাঁচিকাশির মাধ্যমে।
- একই পায়খানা ব্যবহার করলে
- একই বিছানায় ঘুমালে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা করলে।
- একই সাথে/অফিসে কাজ করলে।

এইচ.আই.ভি ও এইডস-এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ :

এইচ.আই.ভি ও এইডস-এর বিস্তার প্রতিরোধের জন্যে কোন প্রতিশেধক টিকা নেই। এর জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। সবাইকে এইচ.আই.ভি এবং এইডস-এর ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে এবং কিভাবে দায়িত্বশীল সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনের মাধ্যমে এইচ.আই.ভি সংক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় তা জানতে হবে। সকল জনগোষ্ঠীকে এইডস প্রতিরোধ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। সাধারণত কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এছাড়া বর্তমানে এইডস-এর ভয়াবহ প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ঔষধ (এন্টিরেট্রোভাইরাল ড্রাগ-এ.আর.ভি) বের হয়েছে যার মাধ্যমে বেঁচে থাকার সময়সীমা

বাড়ে কিন্তু পুরোপুরি সুস্থতা লাভ করা সম্ভব হয় না। এ.আর.ভি আমাদের দেশে পাওয়া গেলেও এত সহজলভ্য নয় এবং তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তিদের এ.আর.ভি ও পুষ্টিকর খাবার নিয়মিত খেতে হয়।

আমাদের করণীয় ও আক্রান্তদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব:

ক) ব্যক্তিগতভাবে করণীয় :

● কেবলমাত্র বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করা

● বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনমিলন থেকে একেবারে/সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

● ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ (যেমন-সমকামিতা, বহুগামিতা, মাদকাসক্তি) ইত্যাদি পরিহার করা।

● এইচ.আই.ভি ও এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর জন্য দম্পতি চিকিৎসকের পরামর্শ ও নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে দম্পতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বামী বা স্ত্রী আক্রান্ত হলে দাম্পত্য মিলনে বিরতিদান করাই উত্তম।

● আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তানের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তাই গর্ভধারণ না করাই উত্তম। তবে তিনি এ ব্যপারে চিকিৎসকের মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে গর্ভধারণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

● রক্ত ও রক্তজাতদ্রব্য গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা করে নেয়া।

● ব্যবহৃত সুঁচ/সিরিঞ্জ একের অধিকবার ব্যবহার না করা। একবার ব্যবহারযোগ্য সুঁচ ও সিরিঞ্জ (অটো-ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ) ব্যবহার করা।

● চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করা।

● যৌনরোগ/প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

খ) পারিবারিকভাবে করণীয়:

● পরিবারে মা-বাবা এবং অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ, কিশোর-কিশোরী, ছেলে-মেয়েদের সাথে যৌনস্বাস্থ্য ও মানবীয় যৌনতা, এইচ.আই.ভি ও এইডস বিষয়ে আলোচনা করা।

● ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।

● পরিবারে কোন সদস্য এইচ.আই.ভি ও এইডস-এ আক্রান্ত হলে তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সহায়তা করা। পুষ্টিকর খাবার যোগান দেয়া এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

গ) সামাজিক/রাষ্ট্রীয়ভাবে করণীয় :

● এইডস প্রতিরোধে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলা। সভা/সেমিনারের আয়োজন করা ও এইচ. আই.ভি ও এইডস বিষয়ক আলোচনার সুযোগ রাখা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃ বৃন্দের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবগত করা।

● ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আচরণিক পরিবর্তন করার জন্য কাউন্সিলিং করা ও যোগাযোগ রাখা।

● বিভিন্ন গণমাধ্যম ও প্রকাশনার মাধ্যমে এইচ.আই.ভি ও এইডস সম্বন্ধে জনগণকে সঠিক তথ্য দেয়া ও সচেতন করা।

● আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দান এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান।

ফিলিপাইনে প্রতি বছর ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার জাতীয় এইডস রবিবার হিসাবে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে পালন করে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার তৎকালীন আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে এইচ.আই.ভি ও এইডসে আক্রান্তদের অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদে একটি পালকীয় পত্র লিখেন। তখন কারিতাসের পক্ষে মায়া ডি' রোজারিও ও ডা. পল্লব রোজারিও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশসহ বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে প্রেসবিটারিয়ামে বিশপ ও পুরোহিতদের সমাবেশে এর গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা করেন । মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি ক্রুশ ওএমআই নিয়মিত এইচ. আই.ভি ও এইডসে আক্রান্তদের কার্যক্রমে সহযোগিতা ও সমর্থন করে আসছেন। স্বাধ্বী মাদার তেরেজাও তাদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। তাদের সিস্টারগণ এখনও আক্রান্তদের সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । এইচ.আই.ভি ও এইডসে আক্রান্তদের কার্যক্রম এখনও চলমান আছে।

এইচ.আই.ভি'তে আক্রান্তদের অন্যান্য সাধারণ মানুষদের মত সকল অধিকার যেমন - বাঁচার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, লেখাপড়ার অধিকার, চাকুরি বা ব্যবসা করার অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার, জায়গা সম্পত্তির অধিকার, মৃত ব্যক্তির সৎকারের অধিকারসহ সকল অধিকার আছে । তাই এ বছরের প্রতিপাদ্য - অধিকার নিশ্চিত হলে, এইচ.আই.ভি ও এইডস যাবে চলে । আমাদের সকলের উচিৎ এইচ.আই.ভি ও এইডসে আক্রান্তদের অধিকার নিশ্চিত করা, তবেই সমাজ থেকে এইচ.আই.ভি ও এইডস চলে যাবে ।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট/ কারিতাস

১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

জানুয়ারি ১৮-২৫ তারিখ পর্যন্ত খ্রিস্টমণ্ডলীর 'ঐক্য অষ্টাহ' পালনের নির্দেশনাও রয়েছে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার সময় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রাচ্য মণ্ডলীর সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'মণ্ডলীর ঐক্য প্রচেষ্টা' বা Ecumenism উৎসাহিত করা হয় *(খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য প্রচেষ্টা বিষয়ক নির্দেশনামা দ্র:)*। এই 'এক্য অষ্টাহ'-টি আমরা কতটা গুরুত্ব সহকারে পালন করছি, এটিও বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ এই ঐক্য প্রচেষ্টা 'ঐচ্ছিক' বিষয় নয়, খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রেরণকাজের একটি অপরিহার্য্য বিষয়।

বড়দিনের পূর্বে 'নভেনা', নাকি 'অষ্টাহ', কোনটি ঔপাসনিক দিক থেকে বিধিসম্মত – এই বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং এক-এক ধর্মপল্লী বা অঞ্চলে এক-এক রকম কেন? – এই সব অস্পষ্টতা নিরসনের জন্য বিশপীয় উপাসনা কমিশন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার প্রস্তাব রাখছি।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. P.C. Thomas, General Councils of the Church, St. Paul Publications, Bombay, 1993

২. Leonard Johnson, A History of Israel, Sheed and Ward, New York, 1964

৩. Paul F. Bradshaw, Early Christian Worship, Liturgical Press, Minnesota, USA, 1996

৪. Paul F. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship, Oxford University Press, 2002

৫. Wainright and Tucker (edt), The Oxford History of Christian Worship, Oxford, 2006

৬. Thomas J. Talley, The Origins of the Liturgical Year, Pueblo Books, Collegeville, Minnesota, 1986

৭. Bernhard Raas, SVD, Popular Devotions, Logos Publications, Manila, 2006

৮. খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রার্থনাসঙ্কলন, দ্বিতীয় খণ্ড, খ্রীষ্টপূজন প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০১

৯. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০০

১০. খ্রীষ্টযাগ রীতি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০১৯

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/575 Date: 25th November, 2024

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivate "**Vice Principal"** for its **DC Child Care & Education Centre** project.

Position: Vice Principal

Key Job Responsibilities:

• Provide basic care and care giving activities.
• Design and follow a full schedule of activities and discover suitable teaching material.
• Use a wide range of teaching methods (stories, media, indoor or outdoor games, drawing etc.) to enhance the child's abilities.
• Research, collect and compile the appropriate teaching material for the children.
• Plan and design daily lesson, extra-curricular, creative activities for children accordingly.
• Maintain a safe and clean class environment.
• Evaluate children's performance to make sure they are on the right learning track
• Coordinate with the parents and update them about their child's performance regularly. Answer their questions calmly.
• Observe children's interactions and promote the spirit of concord
• Identify behavioral problems and determine the right course of action
• Collaborate with other colleagues
• Adhere with teaching standards and safety regulations as established by the official sources
• Provide snacks and meals for children.
• Possesses strong listening skills.
• Possesses physical and mental stamina required to oversee large numbers of young children on a daily basis.
• Attend staff meetings and training sessions.

Educational Requirements:

• Minimum Master's degree or who have passed B.Ed./M.Ed. degree
• Bachelor's degree from any recognized College/University will get opportunity if He/She has long time experience in any Child Care Educational Institution

Additional Requirements:

• Age maximum 45 years
• Minimum 8-10 year of experience in this specific area of job specially on a Child Care or Daycare Teacher position & 4-5 years' experience as Vice Principal on a Child Care or Daycare
• Excellent knowledge of child development and up-to-date education methods
• Methodical and creative
• Strong communication and time management skills
• Good command and writing skill in Bangla and English language
• Strong ability in communicating with kids, parents and supervisor
• Must have enough patience, love and care for children
• Must have Computer proficiency in MS Office (MS Word, Bangla & English typing, Excel, Power Point)
• Work well in team-oriented environment and have good people skill
• Degree/certificate in early childhood education will get preference

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Workstation: DC Child Care & Education Centre, Monipuripara, Dhaka
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **07th December, 2024.** --- **Michael John Gomes** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Chief Executive Officer (Acting)** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ/১৯৭-ক/২৪

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/574 Date: 25th November, 2024

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for a dedicated and experienced **"Project Director"** for our Security Service Project to ensure the safety and security of employees, visitors and all other related stakeholders. This position will be responsible for overseeing the organization's security operations, managing security personnel, and implementing effective safety protocols to maintain a secure environment.

Position: Project Director

Key Job Responsibilities:

- Responsible for overseeing and ensuring the entire Safety and Security aspects of Head office, Service Centers & Projects.
- Developing and implementing comprehensive safety policies & procedures and emergency response plans that comply with local laws and industry regulations and coordinating and communicating policies and plan with factory heads of all related departments.
- Conduct risk assessments to identify potential hazards and risks and develop corrective and preventive action plan as well as strategies to mitigate those risks.
- Support in designing and implementing safety awareness training programs like- Hazard Recognition, Safe Work Practices, Use of PPE, Emergency Response Procedure etc. for employees at all levels of organization.
- Liaise with different government agencies and maintain strong relationships with local police, NSI, DB, RAB, DESA, DESCO, WASA, City Corporation, Fire Service, Hospitals etc. in respect of security & safety.
- Collaborating with managers, other department responsible and work closely with stakeholders like Human Resource, Operations & Legal Department to ensure safety into all aspects of the organization.
- Monitor and supervise operational activities of security personal deployed in different companies throughout the working areas and Adjust posting of the field force employees as per requirement.
- Initiate and solve day to day operational issues and perform regular post visit as per plan and urgency.
- Establish and maintain general discipline within the office premises.
- Conduct investigation for any incident or accident.
- Ensuring discipline within the company, motivate, counsel and handle grievance of field forces, identify training needs & conduct training accordingly and ensure annual performance evaluation of the team.
- Coordinate with the clients of concerned post and collect feedback report and promote excellent customer care through liaison and regular consultation.
- Find out potential clients and increase posts.
- Manage relationships with vendors to ensure efficient service delivery.
- Generate innovative ideas to improve security system to maintain a safe work environment.
- Take part in Crisis Management and ensure close Protection to the VIPs of the Group.
- Provide early warning about any risk factors of the industries by using intelligence
- Keep Group Management informed regarding the latest security related matters and advice as demand necessary.
- To attend the important guests and ensure their protocol.
- Oversee monitoring through CCTVs and stay updated on the latest physical security technologies.
- Establish a local intelligence network to gather timely information on potential security issues.
- Identify and respond to potential security risks appropriately.
- Maintain and streamline all security-related reports and documents for prompt access when required.
- Liaise with landlords and caretakers to ensure the maintenance of office buildings, providing a conducive working environment.
- Plan and manage budgeting and cost control for security operations as required by management.

Educational Requirements:

- Masters/MBA in any discipline with advanced training in security management. (No 3rd Class / below 2.5 CGPA).
- We prioritize candidates who are retired military personnel / Commissioned Officer with the rank of Rtd. Major or Rtd. Lieutenant Colonel, have completed their bachelor degree, and possess 3 years of corporate experience in security management.

Additional Requirements:

- Age 45-50 years
- Minimum 05 years of experience in leadership role in any top-rated Security Service provider company
- Minimum 10-15 years of experience in Top rated Security Service Provider Company or in any renowned group of company/industries in Bangladesh.
- Excellent oral, written communication skill in Bangla and English language and time management skills
- Work well in team-oriented environment and have good people skill
- Good interpersonal & communication skills.
- Good team leader, well-organized, initiative and detail-oriented
- Have good judgment and an empathy-led mindset.
- Ability to remain calm and work under pressure to meet deadlines.
- Excellent Team player and ability to manage diverse team members.
- Demonstrated competence skills in report writing and record keeping in English and Bangla.
- Excellent knowledge and use of the internet, office software packages (i.e. MS Word, MS Excel, etc.), and databases.
- Knowledge of administrative and logistic processes.
- Experience in liaising with different external stakeholders and Government Offices.
- Customer centric mentality.
- Possesses High morals, honesty and integrity.
- Must have knowledge about security management, security monitoring & security surveillance.

- Enthusiastic applicants are highly encouraged to apply urgently as the vacancy need to be filled on an emergency basis.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Workstation: Head office with frequent travel to all Service Centers & Projects of the organization
Employment Status: Contractual (Full-time)
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **07th December, 2024.** --- **Michael John Gomes** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Chief Executive Officer (Acting)** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ/১৯৭-খ/২৪

হৃদয়টা বেঁচে থাক
যোগেন জুলিয়ান বেসরা

হৃদয়টা আমার মরে যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রতি মূহুর্তে;
যে হৃদয়টা ভালবাসবে বলে কথা ছিল, তা এখন
দেহ নামক খাঁচায় বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।
মাতৃ জঠরে থাকতেই যা তৈরী হয়েছিল ভালবাসবে বলে-
আমার মাকে, বাবাকে, প্রতিবেশীকে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে,
তাতে আজ নেই ভালবাসার শক্তি।
কৈশরের সহজ সরল দিনগুলো পেরিয়ে
যৌবনের রঙিন দিনগুলো বড়ই ধূসর হয়ে উঠেছে;
যে হৃদয়টা পৃথিবীকে ভালবাসবে বলে শপথ নিয়েছিল
কঠিন বাস্তবতার আঘাতে তা আজ শুকিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে।

এতে কিন্তু দোষ দেয়া যায় না, হৃদয়টাকে
তাকে শুকিয়ে মরে যেতে বাধ্য করছে- মানুষের চরম স্বার্থপরতা,
লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, মানবতা বিরোধী অপরাধ,
দুর্নীতি আর মানুষকে ঠকিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা।
দুনিয়া কি মানুষ নামধারী কোন হিংস্র জীবে ভরে যাচ্ছে?
এদের কারণেই আজ সৃষ্টিকর্তার দেয়া এই সুন্দর পৃথিবীতে
দুষিত বাতাসে বেড়ে ওঠা শিশুর ফুসফুসে অক্সিজেনের বদলে
বারুদের পোড়া গন্ধে বিষাক্ত বাতাস আসা-যাওয়া করে।
হৃদয়টাকে আরো মরে যেতে সাহায্য করছে-
বেকারত্ব, সন্ত্রাসবাদ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আর
দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, হানাহানি, শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই,
আর দিনমজুর খেটে খাওয়া অসহায় মানুষের উদ্বাস্ত হয়ে যাওয়া।

তাইতো ভাবছি, বিধাতার কাছে কী জবাব দেব
তাঁরই দেয়া হৃদয়টাকে নিয়ে?
এত কিছুর পরেও কিন্তু হৃদয়টাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে
মানুষকে ভালবাসার জন্য;
মন্দের বিরুদ্ধে ভালটা-কে টিকিয়ে রাখার জন্য।
সর্বশক্তিমান এর কাছে করজোড়ে মিনতি জানাই, প্রার্থনা করি-
আমার হৃদয়টা যেন শক্তি লাভ করে, দীর্ঘজীবি হয়;
মানুষকে ভালবাসতে, প্রকৃতিকে ভালবাসতে,
আর পৃথিবীটাকে শান্তিময় বসত-বাড়ি হিসাবে গড়ে তুলতে
হৃদয়টা বেঁচে থাক্ ।।

যিশু বাউলের কাব্যচিন্তা
শান্তির নীড় গড়ার মহান ব্রতে

শ্যামল-সবুজ, বন-বনানীর মাতৃভূমি
আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ তোমায় ভালোবাসি।

নানা-ধর্ম, নানা-বর্ণ, নানা-গোত্রের মানুষের সাথে
আমাদের বসতি বন্ধুত্ব সখ্যতা মিলন মাঝে
সহভাগিতা- সহমর্মিতা আমাদের জীবন সকল কাজে।

জীবন সংলাপের মাঝে বুনে নেই
ভালোবাসার বাণী বীজ আর ক্ষমা দেবার ক্ষমতা দিয়ে
এগিয়ে যাই সততার তরী বেয়ে দেশ মাতৃকার কল্যাণে।

আমাদের দেশ, আমাদের মাটি, আমাদের ভাষা
পুণ্য-পবিত্র, হৃদয়ে এনে দেয়-প্রশান্তির ছোঁয়া
নত শিরে শ্রদ্ধা ভরে করি তারে শত নমস্কার।

দেশ সমাজ ধর্মের নীতি পালনে
আমাদের জীবন 'কর্ম ধর্ম সময়' নিষ্ঠার সাথে
দেশ মাতৃকাকে ভালোবেসে নিবেদিত জীবন সকলের।

সোনার বাংলায় সোনার সন্তান হয়ে
আমরা জেগে রবো সততা-ন্যায্যতার শপথ বাক্যে
নতুন বাংলাদেশে শান্তির নীড় গড়ার মহান ব্রতে।

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

দেখতে দেখতে আমরা ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ শেষ করে নতুন বছর ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ শুরু করতে যাচ্ছি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যেই বড়দিন সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েই সাজানো হচ্ছে বড়দিন সংখ্যা। **আর প্রতিবেশীর এই সংখ্যাটি (৪৩ সংখ্যা) এ বছরের জন্য সাধারণ শেষ সংখ্যা।** আপনার গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে বড়দিন সংখ্যাটি বুঝে নিন।

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বুড়ো মহিলা ও ছাগলের গল্প

অন্নয় খ্রীষ্টফার কস্তা

এক ব্রাহ্মণের ৩টি ছাগল ছিল। কয়েকদিন পর তাহার ১টি ছাগল হারিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ খুব কষ্ট পেল। অনেক খোঁজাখুজি পরেও ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে পেল না। কিছুদিন পর এক বুড়ো মহিলা ছাগলটিকে পেল সে যত্ন সহকারে ছাগলটিকে লালন-পালন করতে লাগল। ছাগলটি ছিল ছেলে ছাগল, তার দাঁড়ি ছিল। এই দাঁড়ি দেখে বুড়ো মহিলা ছাগলটিকে চিনতে পারত। বুড়ো মহিলার বাড়ির পাশে একটি স্কুল ছিল, ঐ স্কুলের মাঠে প্রতিদিন ছাগলটি ঘাস খাওয়াতো। একদিন সকালে মাঠে নিয়ে যায়। তখন স্কুলের মাস্টাররা তাকে ডাকলো এবং বললো যে, "আমাদেরকে যদি তোমার ছাগল দিয়ে দাও তবে তোমার ছাগলটিকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করে দিতে পারতাম। তোমার কেউ নেই, যদি ছাগলটি মানুষ হয়ে যায় তবে তোমারও একজন আপনজন হবে। ছাগলটি টাকা রোজগার করবে। আর তোমারও এভাবে কষ্ট করতে হবে না।" তখন বুড়ো মহিলা ভাবল মাষ্টাররাতো ঠিক কথাই বলেছে, সে বলল "আচ্ছা ঠিক আছে, কত দিন পরে আমার ছাগলটি মানুষ হবে ? ৬ মাস পরে, কিন্তু এই ৬ মাসের মধ্যে একদিন ও স্কুলে আসবেনা, বুড়ো মহিলা ঠিক তাই করল। তার ছাগলটি মাষ্টারদের হাতে তুলে দিল। কিছুদিন পর মাষ্টাররা মিলে ছাগলটিকে খেয়ে ফেলল। ঠিক ৬ মাস পরে বুড়ো মহিলা ফিরে এল মাষ্টারদের কাছে, এসে বলল আমার দাঁড়িওয়ালা ছাগলটি কোথায়, মাষ্টারমশাই? তখন শিক্ষকগণ বলল, তোমার ছাগল মানুষ হয়ে বিদেশে গেছে চাকরি করতে। পরশুদিন তোমার ছাগল ঢাকায় আসবে, এবার তুমি বাড়ি যাও বুড়ি। বাড়ি গিয়ে চিন্তাভাবনা করে পরের দিন সকালে বুড়ি ঢাকা গেল। তখন সে গিয়ে প্রথমে রমনার বটমূলে আসল কারণ, সে ভাবল তার দাঁড়িওয়ালা ছাগল সেখানে এসেছে এবং লোকদের দেখতে পান যাদের দাঁড়ি আছে। সে ভাবলো ওই বুঝি তার দাঁড়িওয়ালা ছাগল। সে তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলো। অতঃপর তখন তার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। তখন তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ছাগল তুই ভেবেছিলি তোকে আমি চিনতে পারব না। তুই আমার ছেলে।" তখন লোকটি ভাবল, বুড়ো মহিলা যখন আমাকে ছেলে বলছে তখন আমি তাকে মা ডাকি। আমার যেহেতু মা নেই। মা ও ছেলের সম্পর্ক হল এবং দাঁড়িওয়ালা লোকটি তার মাকে বাড়ি নিয়ে গেল। বুড়ো মহিলা এভাবেই ছাগলের মাধ্যমে একটি ছেলে পেল। এই শুরু হল তাদের নতুন জীবন।

স্বাধীনতার অনুভূতি

ক্ষুদীরাম দাস

আমার অনুভূতিগুলো স্বাধীনতার
তাই ছুটে বেড়াই দিগ্বিদিক!
শৃঙ্খলমুক্ত এই তো আমি
আহা! সে কী সুখ!

কী কঠিন বর্ণবিন্যাস হে স্বাধীনতা
'যে সুখ পেলাম'-রচিব আমার কী ক্ষমতা!

আমি এখন মুক্ত-স্বাধীন
পাখির মতো উড়ে বেড়াই আকাশে;
জানে না আমার মন-কোথায় যাবে
উড়ছি তো উড়ছি-কার কী যায় আসে।

আমার মনের দিগন্ত অণুক্ষন
সীমাহীন ঐ প্রসারিত
বিশ্বকে দেখছি ভিন্নতায়
আমি বেঁচে আছি অবিরত।

এই তো আমি মুক্ত-স্বাধীন
আমার ভাগ্য গড়ার ক্ষমতা
আনন্দ এবং উত্তেজনায় ভরপুর
ভালোবাসি হে স্বাধীনতা!

চার লাইনের কবিতা

মিল্টন রোজারিও

কথায় আছে, যারা যত জানে
তারা তত কম মানে,
আবার, যারা কিছু জানেই না
তারাও কিছু মানে না।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

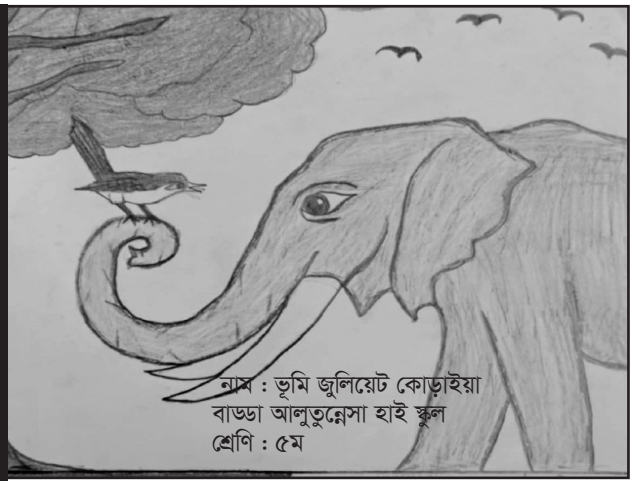

নাম : ভূমি জুলিয়েট কোড়াইয়া
বাড্ডা আলুতুন্নেসা হাই স্কুল
শ্রেণি : ৫ম

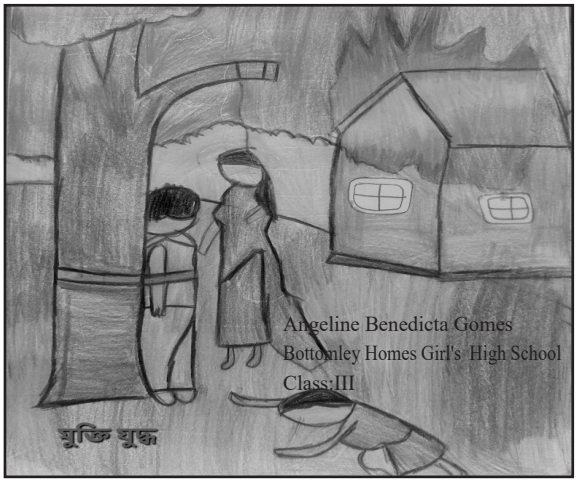

Angeline Benedicta Gomes
Bottomley Homes Girl's High School
Class:III

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার আন্না মেরী এসএমআরএ: বিগত ১৪-১৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগরী সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুবদিবস উদযাপিত হয়। এ বছরের যুবদিবসের মুলসুর ছিল "আশায় আনন্দিত হও।" ১৪ নভেম্বর বিকেল ৪:১৫ মিনিটে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মহোদয়কে ও অংশগ্রহণকারীদের বরণ এর মধ্য দিয়ে যুব দিবসের আরম্ভ হয়। এর পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত এবং আর্চবিশপ মহোদয় এর লোগো উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস- ২০২৪ এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনের পর পরই ছিল যুব ক্রুশ স্থাপন, ক্রুশ অর্চনা ও সান্ধ্য প্রার্থনা। ১৫ নভেম্বর যুবক-যুবতীদের জন্য যুব খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাতীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ জেমস্ বিরেরু সিএসসি। ১ম অধিবেশনে আর্চবিশপ মহোদয় যুব দিবসের মূলসুর "আশায় আনন্দিত হও"- এর উপর তাঁর উপস্থাপনা তুলে ধরেন। যুব দিবসের আনন্দের একটি বিশেষ আকর্ষণ বর্ণাঢ্য র‍্যালি। এই র‍্যালির মধ্য দিয়ে নাগরী গ্রামবাসীরা যুবদিবসের আনন্দের সহভাগি হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে ফাদার রিপন রোজারিও, এসজে তার উপস্থাপনায় "যুব মন, যুব জীবন, আশায় আনন্দে ভরি মন" এ বিষয়ের মধ্য দিয়ে যুবাদের উৎসাহিত করেন। এছাড়াও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ প্রার্থনায় যিশুর সাথে যুক্ত থেকে তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে কিভাবে যুবারা সাক্ষ্যদানে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে তার সহভাগিতা রাখেন। বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন মি. জুয়েল খন্দকার। বিভিন্ন উপস্থাপনা ছাড়াও ছিল পাপস্বীকার সংস্কার, সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা, আলোর উৎসব, খেলাধূলা ইত্যাদি। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এপিসকপাল যুব কমিশনের চেয়ারম্যান পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে যুব দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ। এ যুব দিবসে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের চারটি অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ১৪৪ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন, এছাড়া নাগরী যুব সমিতি, সেচ্ছাসেবক, এনিমেটর, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারসহ মোট ২৩০ জনের মত উপস্থিত ছিলেন।

পালকীয় সম্মেলনী- ২০২৪

এডওয়ার্ড হালদার: "প্রার্থনা: আমাদের আশা ও বিশ্বাসের জীবন" মূলভাবকে কেন্দ্র করে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ৯ম পালকীয় সম্মিলনী ১৪-১৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল কারিতাস আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ১৮ জন যাজক, ৩ জন ডিকন, ২৯ জন সিস্টার, ২ জন ব্রাদার, ৭ জন কাটেখ্রিস্ট ও ৬৩ জন খ্রিস্টভক্তসহ সর্বমোট ১২৪ জন অংশগ্রহণ করেন। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল এবং ৯টি ধর্মপল্লীর প্রতিনিধিদের প্রদ্বীপ প্রজ্জ্বলন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পালকীয় সম্মেলনীর উদ্বোধনী করা হয়। এই সম্মিলনীর মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী-২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ "আশার তীর্থযাত্রী" মহোৎসবকে কেন্দ্র করে বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র উপস্থাপনা ও আলোচনা, প্যানেল আলোচনা এবং ধর্মপল্লীগুলোর দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন উপস্থাপনার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হিসাবে আমাদের দর্শণ (Vision), প্রেরণ (Mission) এবং অগ্রাধিকারসমূহ (Priorities) নিয়ে আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিশ্বাস ও আশায় জাগ্রত প্রার্থনাশীল স্থানীয় মণ্ডলী গঠন। খ্রিস্টবিশ্বাস ও ঈশ্বরভীরুতায় আশার তীর্থযাত্রী হয়ে পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লীতে যথাযথ ধর্মশিক্ষা, পারিবারিক প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, অনুধ্যান ও সহভাগিতার মাধ্যমে মিলন ধর্মীস্বনির্ভরশীল স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলা। অগ্রাধিকারসমূহ (Priorities) হল: খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী - ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ "আশার তীর্থযাত্রী" মহোৎসব, খ্রিস্টবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা, ক্ষুদ্র খ্রিস্টিয় সমাজ গঠন ও ঐশবাণী সহভাগিতা, ঐশবাণীর সুমন্ত্রণায় সেবাকাজ করা। পালকীয় সম্মেলনী ২০২৪ আয়োজন করেন পালকীয় সেবা দল, বরিশাল কাথলিক ধর্মপল্লী।

সাতক্ষীরা খ্রিস্টরাজা গির্জার পর্ব পালন ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য : গত ২৪ নভেম্বর, রবিবার সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত শাকদা উপকেন্দ্রে ও সাতক্ষীরা খ্রিস্টরাজার গীর্জায় ৯৪ জন ছেলে মেয়েদের হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। সকাল ১০ টায় শাকদা গ্রামে ও বিকাল ৪টায় সাতক্ষীরা গীর্জায় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী। খ্রিস্টরাজার পার্বণ বর্ণিল আয়োজনে সাতক্ষীরায় পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে গীর্জা প্রাঙ্গণে হস্তার্পণ প্রার্থী ও খ্রিস্টভক্তগণ

সমবেত হলে বিশপ মহোদয় খ্রিস্টরাজার প্রতিকৃতি ছবি আশীর্বাদ প্রদান করেন অতঃপর শোভাযাত্রাসহকারে 'খ্রিস্টরাজা তোমারে প্রণাম করি' গান করতে করতে গীর্জায় প্রবেশ করেন। উপদেশে বিশপ বলেন, 'খ্রিস্টরাজার রাজত্ব হলো মানুষের হৃদয়ে। তাঁর রাজত্ব ভালোবাসার রাজত্ব। আমাদের খ্রিস্টের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। তাঁর রাজ্যের প্রজা হিসেবে তার সমস্ত নীতি নির্দেশ মেনে চলতে হবে। পালক পুরোহিত ফাদার নরেন বৈদ্য সকলকে ধন্যবাদ ও হস্তার্পণ প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর বিশপ মহোদয় প্রার্থীদের কার্ড ও ক্রুশ দেন। সকলকে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে গীর্জার পার্বণ সমাপ্ত হয়।

ভাটারা ধর্মপল্লীতে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজকে সংবর্ধনা প্রদান এবং হস্তার্পণ সংস্কার

ফাদার শিশির কোড়াইয়া: গত ২২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, ভাটারা ঐশ করুণা ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী ধর্মপাল বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এর প্রথমবারের মত ধর্মপল্লীতে আগমন উপলক্ষে বিশপ মহোদয়কে বরণ করে নেয়া হয়। একই দিনে ধর্মপল্লীর ৪৮ জন ছেলে-মেয়েকে পবিত্র হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৯.৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফাদার শীতল কস্তা, ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই, ফাদার সুজন গমেজ, টিওআর ও ফাদার এলিয়াস টিওআর, ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি সহ অন্যান্য ফাদারগণ। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় উপদেশে ছেলে-মেয়েদের জন্য উৎসাহমূলক কথা বলেন। তিনি হস্তার্পণ গ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন আজ তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিন, এই পবিত্র খ্রিস্টযাগ বিশেষ একটি খ্রিস্টযাগ। হস্তার্পণ সংস্কারের দ্বারা তোমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছ। এই পবিত্র আত্মা যেন তোমাদেও জীবনে কাজ করতে পারে।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে বিশপ মহোদয়কে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া প্রদান, কুতুব পরানো, উত্তরীয় এবং উপহার প্রদান করা হয়

পরিশেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শীতল কস্তা সবাইকে সকল কিছু'র জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের নিকট দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদেরকে সার্টিফিকেট, উপহার ও টিফিন প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি টানা হয়।

ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার পলাশ খালকো : গত ১৬ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মহাসমারোহে ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীতে ধন্যা কুমারী অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতি স্বরূপ এই মহাপর্বের তিনদিন পূর্বে ধর্মপল্লীর কাছাকাছি নির্ধারিত কয়েকটি গ্রামে তিন দিন ব্যাপি মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা ও বিশেষ রোজারী প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। ঐ সময় ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ মারান্ডী পরিবারের প্রত্যেক জনের উপর জল সিঞ্চন করে ও বাড়ি আর্শীবাদ করেন।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১০:৩০ মিনিটে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার কেরুবিম বাকলা এবং তিনি উপদেশে মুক্তির ইতিহাসে মা মারীয়ার ভূমিকা তুলে ধরেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রদীপ মারান্ডী, ফাদার পলাশ খালকো ও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ফাদারগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমসি সিস্টারগণ, শান্তি রাণী সিস্টারগণ ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ। খ্রিস্টযাগের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ধন্যা কুমারী অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব। এই পর্ব উপলক্ষে ৮ নভেম্বর ৬টি টিমের ফুটবল প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করা হয়।

মুশরইল সাধু পিতরের ধর্মপল্লীতে পালকীয় সম্মেলন-২০২৪

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও: গত ১৬ নভেম্বর শনিবার " মিলন সাধনা : অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি" মুলসুরকে কেন্দ্র করে মুশরইল সাধু পিতরের ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পর্যায়ের ৪০ জন সদস্যকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো অর্ধদিবসব্যাপী পালকীয় সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, ফাদার দানিয়েল রোজারিও ও ফাদার অনিল মারান্ডী।

প্রথম অধিবেশনে মূলসুরের উপর আলোচনা করেন ফাদার দানিয়েল রোজারিও। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন " মিলনধর্মী মণ্ডলী ভক্তদের মধ্যে গড়ে তোলে মিলন; অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্বের মধ্য দিয়ে একত্রে পথ চলার অঙ্গীকার। মণ্ডলী হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক যেখানে সকলেরই স্থান রয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন বাস্তবতা তুলে ধরে ফাদার প্রশান্ত আইন্দ তার বক্তব্য প্রদান করেন। পরে দলীয় আলোচনা, রিপোর্ট পেশ ও আগামী এক বছরের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়।

পরিশেষে পালপুরোহিতের সমাপণী বক্তব্য ও দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী পালকীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

১৮তম কাথলিক মেডিকেল এসোসিয়েশন কংগ্রেসে এবিসিডি'র অংশগ্রহণ

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও: গত ০৭-১০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, কাথলিক ইউনিভার্সিটি অব কোরিয়া, সিউল, দক্ষিণ কোরিয়াতে ১৮তম কাথলিক মেডিকেল এসোসিয়েশন (এএফসিএমএ) কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কাথলিক ডাক্তারস্ (এবিসিডি)'র পক্ষে জয়েস ফ্লোরেন্স গমেজ, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও এমিলি ট্রপা বিশ্বাস, কুমুদিনি মেডিকেল কলেজ মীর্জাপুর থেকে অংশগ্রহণ করেন। এর মূল বচন ছিল - 'দয়ালু শমরীয় - যাও এবং তার মত কাজ কর'। এতে এশিয়ার ১৩টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ০৭ নভেম্বর, মারীয়া হলে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে সিউলের আর্চবিশপ শুন টাক চুন পৌরহিত্য করেন। ০৮ নভেম্বর এএফসিএমএ এর এজিএমে অনলাইনে এবিসিডি প্রেসিডেন্ট ও এএফসিএমএ এর মিশন কমিটির সহ-চেয়ারম্যান ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও অংশগ্রহণ করেন। ০৯ নভেম্বরে এশিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনগুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শীর্ষক অনুষ্ঠানে জয়েস ফ্লোরেন্স গমেজ একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১০ নভেম্বরে বিভিন্ন এশিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনগুলোর রিপোর্ট উপস্থাপনা পর্বে এমিলি ট্রপা বিশ্বাস এবিসিডি'র রিপোর্ট সহভাগিতা করেন। এবং দুপুরে সমাপনী খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ১৮তম কংগ্রেস সমাপ্ত হয়। আগামী ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯তম কংগ্রেস ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত হবে।

রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালের প্রতিপালিকা অমলোদ্ভব মা মারীয়ার পার্বণে সবাইকে সাদর নিমন্ত্রণ

খ্রিষ্টেতে প্রিয় ভাইবোনেরা,
সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালের পক্ষ থেকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ৮ ডিসেম্বর, রবিবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রালের প্রতিপালিকা অমলোদ্ভব মা মারীয়ার পর্ব উৎসবের আনন্দ ধারায় পালিত হবে। এবারের পর্বের মূলসুর হলো " মায়ের সাথে জুবিলীর আনন্দে আশার তীর্থযাত্রী "।
পর্বীয় খ্রিস্টযাগে মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা আন্তরিকভাবেই আমন্ত্রিত। আমরা আপনাদের উপস্থিতির অপেক্ষায় আছি।

আপনারা যারা পর্বের শুভেচ্ছা দান ও মিশার উদ্দেশ্য দিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পর্বকর্তা ৫০০/- টাকা এবং মিশার উদ্দেশ্য ২০০/- টাকা। আপনারা চাইলে বিকাশ নাম্বারেও পর্বের ও মিসার টাকা পাঠাতে পারেন।

-: অনুষ্ঠানসূচী :-

৮ ডিসেম্বর, রবিবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৫.০০ পর্বের মহাখ্রিষ্টযাগ,
স্থান : রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, ঢাকা।
নভেনা খ্রিস্টযাগ ২৯ডিসেম্বর
বুধবার থেকে ৭ ডিসেম্বর, বৃহঃস্পতিবার-প্রতিদিন বিকাল ৫.০০টার সময়

শুভেচ্ছান্তে,

ফাদার আলবার্ট রোজারিও ও ফাদার সেরাফিন সরকার, বিকাশ নম্বর : ০১৭১৫০২০২৫০
ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সদস্য/সদস্যাগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ।

বিজ্ঞ/১১৪/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

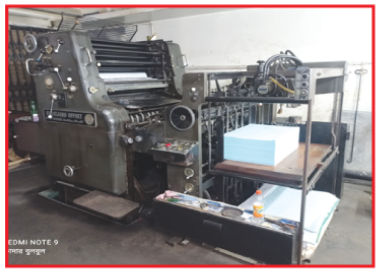
হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

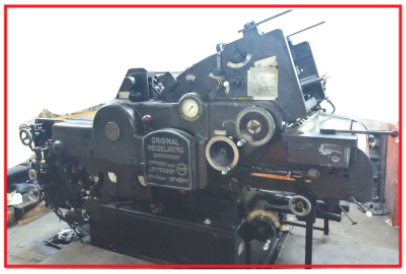
হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৪৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 43
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 December, 2024, ১৬ - ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়
৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা- ১১০০
ফোন: +৮৮ (০২) ৪৭১১৫৯৯৫
মোবাইল: +৮৮০১৭১১৫২৮২০৯

St. Joseph's School of Industrial Trades
32, Shah Sahib Lane, Narinda, Dhaka - 1100
Phone: +88 (02) 47115995
Mobile: +8801711528209

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তী ২০২৫

৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র

১) অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
২) খ্রিস্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি (আবশ্যক), বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
৪) সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

পরীক্ষা পদ্ধতি

ভর্তি পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে।
যথা:
ক) প্রথম পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ বুধবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে।
খ) দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে।
গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার দুপুর ১২:০০ ঘটিকায়। ফলাফল ফেসবুক পেইজে দেওয়া হবে।
(Facebook page: St Joseph School of Industrial Trade)

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) এই চারটি বিষয়ের উপর কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি: **প্রথম বছরের ভর্তি ফি: ৬,৪৫০/- (ছয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা।**
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ভর্তি ফি: **২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।**

মাসিক ফি:

খ্রিস্টান ছাত্রদের হোস্টেলে থাকা এবং খাওয়া বাবদ মাসিক ফি ৮০০/- (আট শত) টাকা। প্রশিক্ষণকালে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুল বেতন - (ক) ১ম বর্ষের মাসিক ফি ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা; (খ) দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক ফি - ২০০/ (দুইশত) টাকা; (গ) তৃতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২৫০/– (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:
অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯
ব্রাদার সামুয়েল: + ৮৮০১৬৭৬-৪১১০০৮
ব্রাদার জেরী রোজারিও: + ৮৮০১৬২৩-৮০০৭৫৩

ব্রাদার রকি গোছাল, সিএসসি
অধ্যক্ষ
+ ৮৮০১৬২৫-০৭৯৫০২

Machining, Electrical Appliances Repair, Motor T/F Rewinding, Carpentry (furniture), Motorcycle Repair, Plumbing Works, Building Maintenance (masonry) Sheet Metal Works (Cabinet, Windows & Grills), etc.

বিজ্ঞ/১৯৩/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org